পাক্ষিক

আহমদী

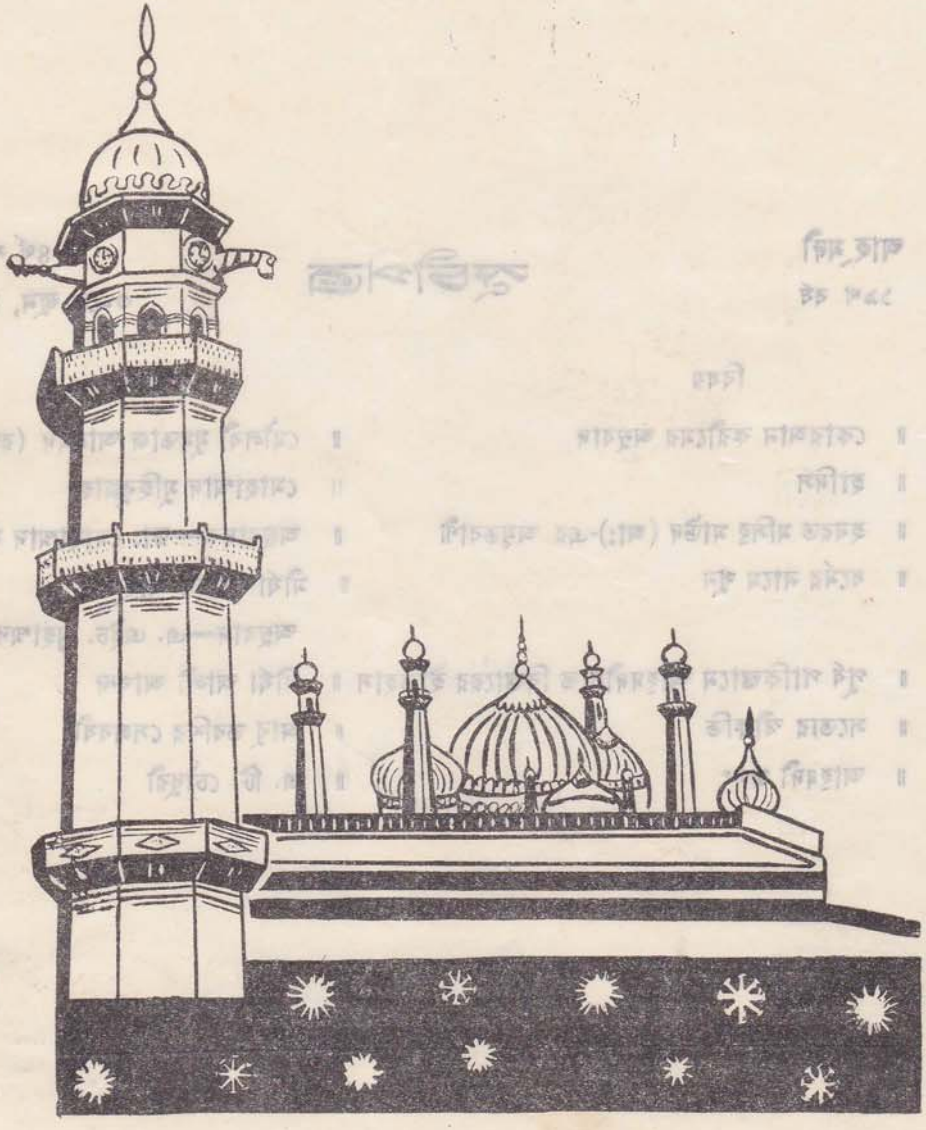

সম্পাদক ঃ—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আন্ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা পাক-ভারত—৫ টাকা	৪র্থ সংখ্যা ৩০শে জুন, ১৯৬৫	বার্ষিক চাঁদা অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
১৯শ বর্ষ

সূচীপত্র

৪র্থ সংখ্যা
৩০শে জুন, ১৯৬৫ ইসাব্দ।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ মৌলবী মুমতাজ আহমদ (রহ:)	॥ ৩৮৫
॥ হাদিস	॥ মোহাম্মাদ মুহিবুল্লাহ্‌	॥ ৩৮৬
॥ হযরত মসিহ্‌ মাউদ (আ:)-এর অমৃতবাণী	॥ অনুবাদক—ডাঃ মোহাম্মাদ মুসা	॥ ৩৮৯
॥ ধর্মের নামে খুন	॥ মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	॥ ৩৯০
	অনুবাদ—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার	
॥ পূর্ব পাকিস্তানে আহ্‌মদীয়াত বিস্তারের ইতিহাস	॥ মীর্যা আলী আখন্দ	॥ ৩৯৭
॥ সত্যের স্বীকৃতি	॥ আবু তবশির সেলবর্ষী	॥ ৪০৪
॥ আহ্‌মদী জগৎ	॥ এ. টি. চৌধুরী	॥ ৪০৬

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্যায় : ১৯শ বর্ষ : ৩০শে জুন : ১৯৬৫ সন : ৪র্থ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্ আ'রাফ

৩য় রুকু

২৭। হে আদমের সন্তানগণ! নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকট পোষাক অবতীর্ণ করিয়াছি যাহা তোমাদের লজ্জা স্থানগুলিকে ঢাকিয়া রাখে এবং (যাহা তোমাদের) সৌন্দর্যের উপকরণ এবং ধার্মিকতার পরিচ্ছদ, উহাই সর্বোৎকৃষ্ট। ইহা তোমার প্রভুর নিদর্শন সমূহের অন্তর্গত যেন মানব (তাহার প্রভুকে) স্মরণ রাখে।

২৮। হে আদমের সন্তানগণ! শয়তান যেন তোমাদিগকে বিভ্রান্ত না করে যেভাবে তোমাদের আদি পিতা মাতাকে বাগান হইতে বাহিরে নিয়াছিল এবং তাহাদের লজ্জাস্থান-গুলিকে তাহাদিগকে প্রদর্শন করার জন্য তাহাদের গাত্র হইতে তাহাদের পোষাক ছিনিয়া নিয়াছিল। নিশ্চয় সে এবং তাহার

দল তোমাদিগকে এমন স্থান হইতে দেখে যেখান হইতে তোমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাওনা। নিশ্চয় আমরা এই শয়তানগুলিকে এমন লোকদের বন্ধু করিয়া দিয়াছি যাহারা (সমাগত নবীর উপর) ঈমান আনয়ন করে না।

২৯। এবং তাহারা যখন কোন অশ্লীল কাজ করে তখন বলে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে এইরূপ কাজ করিতে দেখিয়াছি এবং আল্লাহ্‌ও আমাদিগকে ইহা করিতে আদেশ দিয়াছেন। তুমি বলিয়া দাও আল্লাহ্‌ কখনও অশ্লীল কাজ করার আদেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ্‌র উপর এমন কথার আরোপ করিতেছ যাহা তোমরা জান না?

৩০। তুমি বল, আমার প্রভু ন্যায় বিচারের আদেশ দিয়াছেন এবং (আদেশ দিয়াছেন যে) তোমরা প্রত্যেক নামাযের স্থানে ও সময়ে তোমাদের মুখমণ্ডল (কাবার দিকে) অভিমুখী করিও এবং ধর্মকে তাঁহারই জন্য বিশুদ্ধ করতঃ তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিও। তিনি যেভাবে তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ভাবেই তোমরা প্রত্যাবর্তন করিবে।

৩১। তিনি কোন দলকে সুপথগামী করিয়াছেন এবং কোন দলকে এমন করিয়াছেন যে, তাহাদের উপর ভ্রষ্টতা নিশ্চিত হইয়া গিয়াছে। তাহারাই আল্লাহ্‌কে ত্যাগ করিয়া শয়তানদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহারা মনে করে যে, তাহারাই সুপথগামী।

৩২। হে আদমের সন্তানগণ! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময়ে তোমাদের সাজ গ্রহণ করিও এবং আহার করিও ও পান করিও; কিন্তু অপব্যয় করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অপচয়-কারীদিগকে ভাল বাসেন না।

(ক্রমশঃ)

ঃ হাদিস ঃ

মোহাম্মাদ মুহিবুল্লাহ

(পূর্ব প্রকাশিতের)

'ইবনে মরিয়ম'

এই হাদিসের—'ইবনে মরিয়ম নাযেল হইবেন' কথা দ্বারা বনি ইস্রাইল জাতির ইবনে মরিয়ম, যিনি প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে মারা গিয়াছেন এবং যাঁহার কবর কাশ্মীরে শ্রীনগর শহরের খান ইয়ার মহল্লায় অবস্থিত, তাঁহার কথা বুঝিবার কোন কারণ নাই। কারণ, কোরআন শরীফের ত্রিশ আয়াত দ্বারা অতি পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত যে, বনি-ইস্রাইল জাতির পয়গম্বর হযরত ঈসা (আঃ) মরিয়া গিয়াছেন। তিনি 'একশত বিশ বৎসর জীবিত ছিলেন' এই কথাটি হাদিস শরীফে রহিয়াছে, এই মৃত ব্যক্তির পুনরাগমন কোরআন শরীফের শিক্ষার বিপরীত। তবে উল্লিখিত হাদিসে উম্মতে মোহাম্মাদীয়াতে যে, ইবনে মরিয়ম

আগমন করিবেন কথাটির অর্থ কি? তাহা নিম্নলিখিত হাদিস দ্বারা পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাইবে। যথা :-

عن ابی هریرة قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من بنی آدم مولوداً الا یمسه الشیطان حین یولد فیستهل صارخاً من مس الشیطان غیر مریم وابنها ○ (بخاری - مسلم)

"হযরত আবুহুরায়রা হইতে বর্ণিত :-রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন : মরিয়ম ও ইবনে মরিয়ম ব্যতিরেকে সমস্ত বনি আদমকেই শয়তান স্পর্শ করে, এই কারণেই সে চীৎকার করিয়া উঠে।"

(বোখারী ও মুসলিম)

উক্ত হাদিস দ্বারা অতি পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যাইতেছে যে, যাঁহারা পবিত্র সেই সব নেক লোককেই আঁ-হযরত (সাঃ) মরিয়ম ও ইবনে মরিয়ম নামে অভিহিত করিয়াছেন। নতুবা স্বীকার করিতে হইবে যে, সমস্ত আম্বিয়া ও আওলিয়া এমন কি নবী শ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মাদ মোস্তাফা (সাঃ)-ও (নাউযুবিল্লাহ্) শয়তানের স্পর্শ হইতে বাঁচিতে পারেন নাই। সুতরাং মরিয়ম ও ইবনে মরিয়ম বলিতে আঁ-হযরত (সাঃ) কেবল ইস্রাইল জাতির মরিয়ম ও ইবনে মরিয়মকে মনে করেন নাই, বরং প্রত্যেক নেক লোককেই মনে করিয়াছেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পূর্ববর্তী হাদিস বিশারদ আল্লামাগণও উক্ত হাদিসের এই ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। যথা :—

আল্লামা জমখশরী লিখিয়াছেন :

ان المراد من عیسی و امه کل رجل تقی کان علی صفتهما و کان من المتورعین المتقین *

"এই হাদিসে মরিয়ম ও ইবনে মরিয়ম শব্দের অর্থ প্রত্যেক খোদা ভীরু সাধু ব্যক্তি যাঁহারা মরিয়ম ও ইবনে মরিয়মের গুণে গুণান্বিত, সৎ ও নিষ্ঠাবান।"

এরশাদুসসারী শরহে সহী বোখারী, ৭ম জিলদ ৬২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—

نقل العینی ان القاضی عیاضاً اشار الی ان جمیع الانبیاء یشارکون عیسی علیه السلام فی ذالك قال القرطبی هو قول مجاهد - و قد طعن الزمخشری فی معنی هذا الحدیث و توقف فی صحته فقال ان صح فمعناه ان کل مولود یطمع الشیطان فی اغوائه الا مریم و ابن مریم فانهما کانا معصومین و کذالك کل من کا علی صفتهما لقوله تعالی الا عبادك منهم المخلصین استهلاله صارخاً من مسه تخییل و تصویر لطعنه فیه کان یمسه و یضرب یده علیه و یقول هذا ممن اغریه ○

(ارشاد الساری شرح صحیح بخاری جلد ۷)

অর্থাৎ—"আল্লামা আয়নী নকল করিয়াছেন, কাজি আয়াজ ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, সমস্ত নবীগণই এই নামে ঈসা (আঃ)-এর শরীক! কারতবী বলিয়াছেন যে, মুজাহিদও এই কথাই বলিয়াছেন। জমখশরী এই হাদিসের অর্থের উপর আপত্তি করিয়া বলিয়াছেন যে, আলোচ্য হাদিস এই অর্থ ব্যতিরেকে সহী হইতে পারে না যে, মরিয়ম এবং ইবনে মরিয়ম এবং তাঁহাদের গুণে গুণান্বিত প্রত্যেক নিষ্পাপ লোক ছাড়া অন্য সমস্ত লোকের উপর শয়তান গোমরাহ করিবার জন্য লোভ করে—যেহেতু আল্লাহ্তা'লা বলিয়াছেন—'মুখলেছ নেক বান্দা ছাড়া".....।" সন্তানের চিৎকার করিয়া উঠা শয়তানের লোভ করার কাল্পনিক চিত্র, যেন শয়তান সন্তানটিকে স্পর্শ করিয়া হাত মারিয়া বলে যে, আমি ইহাকে ভ্রষ্ট করিব।

'আত্‌তায়েছীর শরহে জামে ছাগীর' কেতাবে লিখিত আছে :—

وما جاء فى الحديث المذكور من ذكر
عيسى و امه فالمراد هما و من فى معناهما ○
(التيسير شرح جامع صغير)

অর্থাৎ "উল্লিখিত হাদিসে হযরত ঈসা (আ:) ও তাঁহার মাতা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহার মর্ম এই যে, তাঁহার এবং তাঁহাদের গুণ বিশিষ্ট সমস্ত লোকদিগকে মরিয়ম এবং ইবনে মরিয়ম নামে অভিহিত করা হইয়াছে।"

ইহাদ্বারা অতি পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাইতেছে যে, মরিয়ম এবং ইবনে মরিয়ম কথাটি আঁ-হযরত (সা:) প্রত্যেক নেক মোত্তাকী এবং সয়তানী ধোকা হইতে পবিত্র ব্যক্তির জন্য ব্যবহার করিয়াছেন। অতএব আমাদের আলোচ্য হাদিসেও ইবনে মরিয়ম কথাটি হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে। অর্থাৎ যখন উম্মতে মোহাম্মদীয়া ঈসা বনি ইস্রাইল সদৃশ হইবে তখন তাহাদের পরিত্রাণের জন্য ইবনে-মরিয়মের গুণে গুণান্বিত ইমাম উম্মতে মোহাম্মা-দীয়াতে আগমন করিবেন।

যথা—"আবুসাইদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে—নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—নিশ্চয়ই তোমরা পদে-পদে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের অনুসরণ করিবে; যেমন একটি মাপ-কাঠি আর একটি মাপকাঠির সমান হয় এই রকম তোমরাও তোমাদের পূর্ববর্তীগণের সমতুল্য হইবে। এমন কি, তাহারা যদি কোন গো-সর্পের গর্তে প্রবেশ করিয়া থাকে তোমরাও তাহাই করিবে; আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা কি ইহুদী ও নাছারা? আঁ-হযরত (সাঃ) বলিলেন, তবে আর কে?"

কোরআন ও হাদিসে এমন বহু ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে যে, মুসলমানগণ ইহুদীদের সদৃশ হইবে। যখন মুসলমানগণ ইহুদীগণের সদৃশ হইবে তখনই মসিহ্ সদৃশ ইমাম মাহ্‌দী আগমন করিবেন। নিম্নলিখিত হাদিস দ্বারাও ইহাই প্রমাণিত হয়, যথা—

يوشك ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلاً
اماماً مهديا ○ (مسند احمد بن حنبل)

অর্থাৎ—"অচিরেই তোমাদের মধ্যে ইবনে মরিয়ম ন্যায় বিচারক মীমাংসাকারী ইমাম মাহদীরূপে আগমন করিবেন।"

অতএব, আলোচ্য হাদিসেও আঁ-হযরত (সাঃ) ইমাম মাহদীকেই ইবনে মরিয়ম রূপে আখ্যায়িত করিয়াছেন। আর প্রায় দুই হাযার বৎসর পূর্বেকার মৃত্যুপ্রাপ্ত (ঈসা)-কে টানিয়া আনা বিরাট অজ্ঞতা বই আর কিছুই না।

(ক্রমশঃ)

হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর

অমৃতবাণী

গুনাহ্ হইতে বাঁচিবার উপায় "ভয়"

দেখ, ইহা স্মরণ রাখিবার বিষয় যে 'আমি পাপ হইতে দূরে থাকিব' কয়েকটি বয়েতের শব্দ যাহা উচ্চারণ কর, তাহা তোমার জন্য যথেষ্ট নহে। অথবা এই কথাগুলি বারবার আওড়াইলেও খোদাতায়ালা সন্তুষ্ট হন না। বরং খোদাতায়ালার সম্মুখে তখনই তোমার কদর হইবে যখন তুমি তোমার হৃদয়ে পরিবর্তন ও খোদাতায়ালার ভয় আনিবে। এমন না হয় যে, একদিকে তুমি বয়েত করিলে কিন্তু যখন ঘরে পৌঁছিলে তখন আবার সেই অসৎ চিন্তা ও অবস্থায় নিমগ্ন রহিলে। ইহাতে কি ফল হইবে? নিশ্চয়ই ইহা জানিয়া রাখ সমস্ত গুনাহ্ হইতে বাঁচিবার বড় উপায় আল্লাহ্-তায়ালার ভয়। ইহা না হইলে সে যে পিপীলিকার মিসরীকে আঁকড়াইয়া থাকার ন্যায় পাপে লিপ্ত আছে, ইহা হইতে রক্ষা পাইতে পারে না। সুতরাং ভয় এমনই এক জিনিষ যে, পশুগণও ভীত হইলে কাহারও ক্ষতি করে না। যথা বিড়ালের মত দুধপ্রিয় জীবও যখন বুঝিতে পারে যে, দুধের নিকট গেলে শাস্তি পাইতে হইবে, পক্ষী সকল যখন বুঝিতে পারে যে, শস্য খাইতে গেলে জালে আবদ্ধ হইতে হইবে এবং মৃত্যু অনিবার্য তাহা হইলে বিড়াল দুগ্ধ পান করিবে না এবং পাখী শস্য খাইতে যাইবে না। ইহার একমাত্র কারণ ভয়। সুতরাং যখন অবুঝ পশুগণও ভয়ের বিষয় হইতে নিজদিগকে দূরে রাখে তখন বিচক্ষণ ব্যক্তিদের সে সম্বন্ধে কত বেশী ভীত ও সাবধান হওয়া দরকার। ইহা অতীব সুস্পষ্ট যে যেখানে ভয়ের আশঙ্কা থাকে সেখানে সে কোন অপরাধ করিতে সাহস করে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যদি কাহাকেও প্লেগ-আক্রান্ত গ্রামে যাইবার জন্য বলা হয় তাহা হইলে সেখানে যাইতে সাহস করিবে না। যদি কর্তৃপক্ষও তাহাকে যাইবার আদেশ দেয় তথাপি সে ভয়ে অভিভূত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ভাবিবে কি জানি তাহাকেও না প্লেগে আক্রান্ত করিয়া ফেলে। এরূপ ক্ষেত্রে সে ইহাই চেষ্টা করিবে যে যত তাড়াতাড়ি পারে কর্তব্য সমাধা করিয়া সেখান হইতে সে পলায়ন করে।

সুতরাং পাপকর্মে দুঃসাহসী হৃদয় হইতে খোদা-তায়ালার ভয়ের অভাব আনে। অতএব এই ভয় কেমন করিয়া সৃষ্টি হইবে। ইহার জন্য আল্লাহের মারফতের প্রয়োজন। আল্লাহ্তায়ালার সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান যত বাড়িবে ভয় তত বাড়িবে।

هر كه عارف تراست ترسان تر-

'যে যত বেশী জ্ঞানী সে তত বেশী ভীত'। ইহারই মধ্যে আসল মারেফাত রহিয়াছে এবং ইহার পরিণাম ভয়। তত্ত্বজ্ঞান এমনই জিনিষ যে, ইহা থাকিলে মানুষ সামান্য পোকা মাকড়কেও ভয় করে। মানুষের যখন মশা ও মাছির অভিজ্ঞতা হয় তখন তাহারা প্রত্যেকেই উহাদের নিকট হইতে বাঁচিবার চেষ্টা করে। সুতরাং এমন কি কারণ আছে যে, সে সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা খোদাতায়ালা, যিনি জমিন ও আস-মানের মালিক কি প্রকারে তাঁহার অবাধ্যতা করিতে সাহসী হয়। যদি ভাবিয়া দেখ তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে উহার মধ্যে কোন মারাফাত (তত্ত্বজ্ঞান) নাই।

অনুবাদক—
ডাঃ মোহাম্মাদ মুসা

ধর্মের নামে খুন

মীর্যা তাহের আহ্‌মদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিশ্বজোড়া মুনাফেকের জমাআত

এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ড শুধু একটি অবস্থায় বন্ধ হইতে পারে। তাহা হইল মুনাফেকরা যদি পৃথিবী ছাইয়া ফেলে। নচেৎ মৌলানার তরবারি হইতে রক্ষা পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। পাঠক! আমার কথাকে গল্প বা কবিত্ব মনে করিবেন না। যদিও ইহা সত্য যে, পৃথিবীর মানচিত্রে মওদুদীর সংকল্পের নকসা আঁকিলে উহা একটা ভয়াবহ গল্প বা ভয়ানক স্বপ্ন বা কোন কবির হৃদয় বিদারক কল্পনা বলিয়া প্রতীতি হইবে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহা গল্প বা কবির কল্পনা নয়, বরং জীবিত, জাগ্রত প্রকাশ্য একজন চিন্তাশীল দ্বীনের আলেমও রেসালতের জ্ঞানে জ্ঞানবান হওয়ার দাবীদারের পরিকল্পনা, যাহা আজ তিনি ইসলামের নামে পৃথিবীর নিকট উপস্থিত করিতেছেন এবং জোর দিয়া বলিতেছেন যে, যখনই সুযোগ হয় কার্যতঃ এ সব করিয়া দেখাইবেন।

ইহা সেই ইসলামের বিশ্বজোড়া প্রাধান্য লাভের দিন, যাহা মওদুদী-পরিকল্পনার জানালা দিয়া দেখা যাইতেছে। আমরা আল্লাহ্‌র শরণ ভিক্ষা করি। ঐ দিনকে টানিয়া আনিবার জন্যই কি আজ হইতে প্রায় চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে আরব দিগন্তে বিশ্ব-রবি হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম আবির্ভূত হইয়াছিলেন?

হায়! যদি মৌলানা মওদুদী তাঁহার ধর্মকে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন নামে অভিহিত করিতেন এবং আমাদের প্রভুর নাম তাঁহার এই ভয়াবহ অন্ধকার পরিকল্পনার সহিত জড়িত না করিতেন। কিন্তু এরূপ করিলে কে তাঁহার অনুগামী হইত? কে তাঁহাকে এই নূতন ধর্মের নামে ভোট দিত? এই জন্য তাঁহার সম্মুখে শুধু একটি পথ খোলা ছিল এবং উহা ইহাই যে, তাঁহার একাধিকনায়কত্বের ভাবধারাকে আমাদের নিকলঙ্ক প্রভুর নাম দিয়া চালাইতেন। সুতরাং তিনি ইহাই করিয়াছেন এবং শান্তি ও নিরাপত্তার সেই রসুলের নামকে লইয়াও এই খুনাখুনির ময়দানে টানাটানি করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, যাঁহার প্রতিটি শ্বাসপ্রশ্বাস হইতে শান্তির বার্তা নির্গত হইত, যাঁহার ধর্মের নামই হইতেছে ইসলাম বা শান্তি।

আমি ইচ্ছাপূর্বক এই সম্ভাবিত চিত্রটি যথাসাধ্য সংক্ষেপে ও সতর্কতার সহিত অঙ্কন করিয়াছি এবং শুধু সেই নকশার ছবি তুলিয়াছি যাহা স্পষ্ট ও নিঃসন্দিগ্ধ-ভাবে মৌলানার বিভিন্ন পুস্তকে পাওয়া যায় এবং যাহার উদ্ধৃতি ইতিপূর্বে পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছে। এমনিও মওদুদীয়তের প্রকৃতি অনুধাবন করিবার পর জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই সম্ভাব্য মওদুদী শাসনের সঠিক নকসা তৈরী করা কাহারও পক্ষে কঠিন নহে। দৃষ্টান্তস্থলে বর্তমান যুগের সভ্যতার চিত্র অঙ্কিত করা যাইত বা ডাণ্ডার জোরে এবাদত করাইবার ফলে যে হাস্যোদ্দীপক পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়া সম্ভবপর, তাহা লইয়াও আলোচনা করা যাইতে পারিত। সেইভাবে,

বর্তমান শাসনপদ্ধতির আন্তর্জাতিক নীতির উপরও অনেক কিছু লিখা যাইতে পারিত এবং ঐ সকল চেষ্টা উদ্যোগের ছবিও আঁকিতে পারা যাইত, যদ্বারা দেশ হইতে অসাধুতা, ঘুস ও দুর্নীতি, দূর করিবার চেষ্টা করা যাইত। অনুরূপভাবে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার চিত্র পেশ করাও বিশেষ কঠিন ছিল না। যে দেশের ভিত্তি নিপীড়ন ও রক্তপাতের উপর, উহা বিদ্রোহের আকর হইয়া পড়ে। যদি ঐ দেশে মুনাফেকের সংখ্যাধিক্য থাকে, তবে তো এই আশঙ্কা ভীষণভাবে বাড়িয়া যাইতে বাধ্য। যতই সময় যাইতে থাকে, এই জাতীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ক্রমেই বাড়িতে থাকে। সুতরাং এই সকল সম্ভাব্য আশঙ্কা সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখা যায়, যাহা এই জাতীয় রাষ্ট্রকে নিশ্চয় সম্মুখীন হইতে হয়। ইহা ছাড়া অন্য বহুপ্রকার ষড়যন্ত্রের কথাও অনুমান করা যায় এবং এই সকল বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের সন্ধানের জন্য সরকারের গোপন বিভাগের বিষয়ও ধারণা করা যায়। এই প্রকার সরকারের পক্ষে সবিশেষ তথ্য সংগ্রহ বা নিখুঁত উদ্ধারের জন্য যে প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন তাহার আলোচনাও চিত্তাকর্ষক না হইয়া পারিত না। কিন্তু আমি সব বিষয়ই বাদ দিয়া যাইতেছি এবং পাঠকগণের ব্যক্তিগত আগ্রহ ও অনুরাগের উপর ছাড়িয়া দিতেছি। ইহা সত্ত্বেও যদি কোন বন্ধু অধিক গবেষণা করিতে চাহে তাহা [হইলে শেষোক্ত বিষয় সম্বন্ধে **History of the priest-craft in All Ages.** অর্থাৎ—'সর্ব যুগে পৌরহিত্যের ইতিহাস' নামক পুস্তক পাঠ করুন যাহা এই সব ঘটনার চিত্রে ভরা। উহা পাঠ করিলে অনেক জ্ঞান বাড়িবে।

মুহলত (অবকাশ) ও ক্ষমা-পত্র

অবশেষে, এই অধ্যায় শেষ করিবার পূর্বে যদি সাধারণ মুহলত ও ক্ষমা-পত্র লইয়া আলোচনা করা না হয়, যাহা জারী করা হইবে বলিয়া মওদুদী সাহেব সম্ভাবনা প্রকাশ করিয়াছেন, তবে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে। এই অধ্যায়ের প্রারম্ভেই আমি এই অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছি যে, আমার ধারণায় মওদুদী সরকার আরম্ভ হওয়া মাত্র সর্বসাধারণের প্রতি একটি ঘোষণাপত্র জারি করা হইবে। বৈপ্লবিক গভর্ণমেণ্টের ইহাই রীতি। এই ফরমান মুতাবেক মুসলমানদিগকে কতকগুলি আকায়েদ বা বিশ্বাস দৃষ্টে নিজদিগকে মুসলমান বলিয়া নাম রেজেষ্ট্রী করাইতে হইবে। অল্প বিস্তর এই বিষয় সম্বলিত ফরমান জারি করিবার সম্ভাবনা মওদুদী সাহেব তাঁহার রচিত 'মুরতাদ কি সাজা' পুস্তকের শেষ দিকে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রভেদ এইটুকু যে, আমার মতে যাহারা তখন মওদুদী পরিভাষায় মুসলমান বলিয়া সাব্যস্ত হইবে না, তাহাদিগকে অবশ্য হত্যা করা হইবে। কিন্তু মওদুদী সাহেব এই সম্ভাবনা সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, এই প্রকারে যেহেতু অসংখ্য ব্যক্তিকে হত্যা করা অপরিহার্য হইয়া পড়িবে, যাহার কোনই দৃষ্টান্ত নাই, তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ হত্যা না করিয়া উন্মত হইতে শুধু বাহির করিয়া দিয়া জিম্মি কাফেরদের ন্যায় জীবন যাপনে বাধ্য করাই যথেষ্ট মনে করা হইবে। কিন্তু ইহার পর যদি বাকী মুসলমান-দের মধ্যে কোন মুসলমান 'এতেকাদ' বা আমলের (ধর্ম বিশ্বাস বা কর্মের) দিক হইতে কাফের নির্ণীত হয়, তবে তাহাকে নিশ্চয় কতল করা হইবে। কিন্তু মৌলানার এই শাহী ক্ষমাপত্র সত্ত্বেও আমি ব্যাপক হত্যার যে সংক্ষিপ্ত রেখা-চিত্র দিয়াছি, উহার কয়েকটি কারণ আছে।

১। প্রথমতঃ, স্বয়ং মৌলানার তরফ হইতেও কোন নিশ্চিত ক্ষমাপত্রের ঘোষণা করা হয় নাই। বরং কষ্ট করিয়া কেবল একটি সম্ভাবনীয় সমাধান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং আমার বিশ্বাস ক্ষমতালাভের পর

এই নরম ব্যবহারের কোন প্রশ্নই থাকিবে না। কারণ মৌলানার নিজের কথাগুলি এই ঃ

"রাষ্ট্র ও শাসন ক্ষমতা যে কেমন এক মন্দ আপদ তাহা প্রত্যেকেই জানে। ইহা লাভের খেয়াল হওয়া মাত্র মানুষের মধ্যে লালসার তুফান বহিতে আরম্ভ হয়। নাফ্‌সের আকাঙ্খা চাহে যে, পৃথিবীর সকল ধন-ভাণ্ডার ও খোদার সকল সৃষ্টির উপর যেন প্রভুত্ব লাভ হয়, যাহাতে প্রাণভরিয়া খোদায়ী করা যায়।"

২। আমার এই প্রতীতির দ্বিতীয় কারণ হইল এই ক্ষমা-পত্র দানে উদ্যত হওয়াতে মৌলানার একটা ভুল হইয়াছে। শীঘ্র বা বিলম্বে তিনি নিজেই অনুভব করিতে পারিবেন বা তাঁহার সহপন্থী এই দিকে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিবেন। ভুলটি এই ঃ যদি ইসলামী আইনে মুরতাদের সাজা কতল হয় এবং যে সকল জন্মগত মুসলমান বড় হইয়া আকিদা বা আমলের দিক দিয়া ইসলাম হইতে বিমুখ হয়, তাহারাও শরীয়তের এই বিধান অনুযায়ী 'ওয়াজিবুল-কতল' বা অবশ্যবধ্য হয়, তাহা হইলে মৌলানার এই অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিবার অধিকার কোথায়? তিনি কি কোন নূতন শরীয়ত তৈরী করিবেন বা শরীয়তের কোন হুকুম রহিত কিংবা পরিবর্তন করিতে পারেন? যদি না পারেন, তাহা হইলে ইহা ছাড়া উপায়ন্তর নাই যে, হয় তিনি স্বয়ং শরীয়ত হইতে বিমুখ হইয়া মুরতাদের দলে যোগদান করিবেন, কিংবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও অবাধ হত্যার হুকুম জারি করিবেন; তাহাতে কোটি কোটি মানুষ নিধন হয় হউক।

৩। মৌলানা আরো একটি কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। মৌলানা নিজেই স্বীকার করেন ঃ

"হয় তাহাদিগকে রাষ্ট্রের যাবতীয় নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে জীবিত থাকিতে দেওয়া হইবে অথবা তাহাদের জীবনলীলা সাঙ্গ করা হইবে। প্রথমোক্ত অবস্থা শেষোক্ত অবস্থা হইতে কার্যতঃ কঠোরতর শাস্তি? কারণ এই অর্থে তাহারা ঃ

لا يموت فيها ولا يحيى ○

['উহার মধ্যে জীবিতও থাকিবে না এবং মরিবেও না—অনুবাদক] অবস্থায় নিপতিত হইবে।" (১)

এমতাবস্থায় মৌলানার মেযাজ 'নরম ও দয়াদ্র' ভাব ধারণ করিলে তিনি শাস্তির দুইটি অবস্থার মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা কঠোরতর উহার ব্যবস্থা কিরূপে করিতে পারেন?

এই সকল কারণে আমার প্রদত্ত চিত্ররেখা যে আকারে উপস্থিত করা হইয়াছে, ঐ আকারেই উপস্থিত করিতে বাধ্য হইয়াছি। কারণ মওদুদী হুকুমতের সহিত কতল, গারতের কঠোর নীতি এমন দৃঢ় লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ যে, শৃঙ্খল নির্মাতা নিজেও যদি ইচ্ছা করেন যে, খুলিয়া বা ভাঙ্গিয়া এই নীতিকে পৃথক করিবেন, তবে তাহা করিবার ক্ষমতা তাঁহার হাতে নাই।

گیا ہے سانپ نکل اب لیکر پیٹا کر ○

[সাপ বাহির হইয়া গিয়াছে, এখন লাঠি মার!]

এই ত্রুটি স্বীকৃতির পর, আমি এখন স্বয়ং মৌলানা মওদুদী সাহেবের বিবৃতি হইতে উদ্ধৃতি দিতেছি, যাহাতে আমি কোন ফল নির্ণয়ে ভুল করিয়া থাকিলে যেন পাঠক সংশোধন করিয়া লইতে পারেন। মৌলানা বলেন ঃ

"যদি পরে কোন সময় ইসলামী নেযামের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় (স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহা ১৯৪২ সনের লেখা—উদ্ধৃতি দাতা) এবং মুরতাদের কতল সংক্রান্ত আইন প্রয়োগ দ্বারা

(১) 'মুরতাদ কি সাজা', ১৫ পৃঃ।

বলপূর্বক ঐ সকল ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়, যাহাদিগকে মুসলমানগণের সন্তান হওয়ার কারণে ইসলামের জন্মগত অনুবর্তি বলিয়া নির্ধারণ করা হয়, তবে ইত্যাবস্থায় অবশ্য এই আশঙ্কা আছে যে, ইসলামের ইজতেমায়ী নেযামে বা গণব্যবস্থায় মুনাফেকদের এক অতি বিরাট সংখ্যা যোগদান করিবে, যাহার ফলে সর্বদা বিশ্বাস-ঘাতকতার আশঙ্কা থাকিবে।

আমার মতে, ইহার সমাধান والله موفق للصواب ['আল্লাহ্ তা'লাই পূন্য কাজের যথোপযুক্ত সামর্থ দেন'—অনুবাদক] এই যে, যে এলাকায় ইসলামী বিপ্লব প্রকাশ পায়, সেখানে মুসলমান অধিবাসী-দিগকে নোটিস দিতে হইবে যে, যাহারা আকিদা ও আমলের দিক দিয়া ইসলাম হইতে বিমুখ হইয়াছে এবং বিমুখ হইয়া থাকাই পছন্দ করে, ঘোষণার তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে তাহাদিগকে অমুসলমান হওয়ার রীতিমত প্রকাশনা দিয়া এজতে-মায়ী নেযাম হইতে বাহির হইয়া যাইতে হইবে। এই সময়ের পরে যাহারা মুসলমানগণের বংশে জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাদিগকে মুসলমান গন্য করা হইবে। তাহাদের উপর সম্যক ইসলামী আইন কানুন প্রয়োগ করা হইবে। ধর্মের সকল ফরয ও ওয়াজিব বিষয়গুলি তাহাদিগকে বিনা ব্যতিক্রমে পালন করিতে বাধ্য করা হইবে। অতঃপর, ইসলামের গণ্ডীর বাহিরে যে পদার্পন করিবে, তাহাকে কতল করা হইবে।'

এই ঘোষণার পর চরম চেষ্টা করা হইবে, যাহাতে মুসলমানের জন্মিত ছেলে ও মেয়েরা কুফরের অঙ্কে না যায় এবং যাহাতে তাহাদিগকে রক্ষা করা যায়। অতঃপর, যাহাদিগকে কোন প্রকারেই রক্ষা করা যাইবে না, বুকে পাথর বাঁধিয়া তাহা-দিগকে চিরকালের জন্য আমাদের সমাজ হইতে ছাটিয়া ফেলিতে হইবে। এই শুচিকর কার্যগ্রহণের পর ইসলামী সমাজের সুচনা কেবল সেই মুসলমান-দের দ্বারা করা হইবে, যাহারা ইসলামে রাজী আছে।" (১)

এই উদ্ধৃতিটিতে আমি শুধু এতটুকু হস্তক্ষেপ করিয়াছি যে, নোটিস সংক্রান্ত অংশকে একটা পৃথক অনুচ্ছেদরূপে দেখাইয়াছি, যদিও শব্দ ও বিষয় অবিকল তাহাই, যাহা মওদুদী সাহেব লিখিয়াছেন। ইহাতে অন্য কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। দেখুন. এই বিশ্ব সংস্কার পরিকল্পনাটিতে কেমন ভাল সুলভ খোশ খেয়াল পাওয়া যায়। পৃথিবীতে যেন জীন পরির বাস। হুকুমত সৃষ্টি হয় নাই, আলাদীনের প্রদীপ সৃষ্টি হইয়াছে। ইসলাহে খলক (বিশ্ব সংস্কার) হয় নাই, কিন্তু বরফের মহল নির্মিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতই যদি ব্যাপার এই প্রকারেরই হইয়া থাকে, 'হুকুমত' (রাষ্ট্র) আলাদীনের প্রদীপই হয় এবং বিশ্ব সংস্কার বরফ মহলই হয়, যাহা তৈরী করা এই প্রদীপের জীনের দৈত্যের পক্ষে কোনই কঠিন কাজ নহে, তবে আমি জিজ্ঞাসা করি, এই প্রদীপ কি হারাইয়া গিয়াছে? এই স্থলে, পূর্ববর্তী নবী গণের কথা মনে পড়িতেছে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এমন ছিলেন যাঁহারা আজীবন ভীষণ নির্যাতিত অবস্থায় কাল কাটাইয়াছেন। কিন্তু হায়! যদি তাঁহাদিগকে পাঠাইবার সময়েও খোদাতা'লা তাঁহাদের হাতে এই প্রদীপ সমর্পন করিতেন, তবে তাঁহাদের দুঃখ কিছুটা দূর হইত; পৃথিবীর দুঃখও কিছু মোচন হইত, অন্ধকার যাইত এবং সর্বত্র 'হেদায়েতের নূর' ছড়াইয়া পড়িত।

উদ্ধৃতিটি পাঠে আমার এই ধারণাটি আরো জোরাল হইয়াছে যে, মওদুদী সাহেব বাল্যে মার্কস্ বা লেনীনের উর্দু অনুবাদ পাঠ করেন এবং রাশিয়ার বিপ্লবের

(১) 'মুরতাদ কি সাজা', ৮০—৮১ পৃঃ।

ইতিহাসও অধ্যয়ন করেন। ফলে, তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে মহা উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং নূতন নূতন চিন্তা তাঁহার মনের মধ্যে উঠাপড়া করিতে থাকে। তিনি ভাবিলেন, ভাল, এমনও তো হইতে পারে, পূর্ববর্তী সংস্কারকগণ তো এমনই বিভ্রান্ত ছিলেন। তাঁহাদের কেহই বৈপ্লবিক পার্টি তৈরী করেন নাই, যাহার শ্লোগান হইত, "আমরা সংস্কার করিতেই আসিয়াছি, কিন্তু "ইহা বুঝিবার জন্য অধিক চিন্তার প্রয়োজন নাই যে, বিশ্ব সংস্কারের কোন স্কীমই রাষ্ট্র ক্ষমতা হস্তগত না করিয়া চলিতে পারে না।"

"সুতরাং, এই পার্টির পক্ষে হুকুমত হস্তগত করা ছাড়া উপান্তর নাই।" (১)

"আমরা প্রথমে রাষ্ট্র ক্ষমতা অধিকার করিব, তৎপর তোমাদের ইসলাহের কাজ আরম্ভ করিব। তোমরা দেখিবে যে; রাষ্ট্র হস্তগত হওয়া মাত্র আমরা মারপিট করিয়া কিরূপে তোমাদের চিত্বশুদ্ধি সাধন করি।" এই প্রসঙ্গে কোরআন করীম ও মৌলানার মধ্যে 'আরো একটি প্রভেদ আমার স্মরণ হইল। কোরআন করীমে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন ইসলাহের সময় অতীত হইলে কঠোরতার সময় আরম্ভ হয়। যখন কঠোরতার সময় আরম্ভ হইয়া যায়, তখন আর ইসলাহের কোন প্রশ্নই থাকে না। ফিরআউন 'আমানতু' 'আমানতু' ['ঈমান আনিলাম', 'ঈমান আনিলাম—' অনুবাদক] বলিতে বলিতে জলমগ্ন হইল; কিন্তু তাহার ঈমান কবুল হইল না। এই বিষয়টিই অন্যত্র কোরআন করীমে এই প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

فلم يك ينفع إيمانهم لما رأوا بأسنا سنت
الله التي قد خلت في عباده - و خسر هنالك
الكافرون *

(سورة المؤمن ٩ — ٨٥)

(১) 'হকিকতে জিহাদ', ৫৯ পৃঃ।

"কিন্তু তাহারা যখন আমাদের আযাব দেখিল, তখন তাহাদের ঈমান তাহাদের কোনই উপকারে আসিল না। ইহা আল্লাহ্‌র নিয়ম, যাহা তাঁহার বান্দাগণের সম্বন্ধে চলিয়া আসিতেছে। ইহা ঐ পর্যায়, যেখানে কাফেরগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।" ['আল্-মুমেনুন', ৮৫ আয়েত, রুকু ৯]

মওদুদী মতবাদ ইহার সম্পূর্ণ উল্টা। এই মতবাদ অনুসারে আগে লাঠি, পরে ইসলাহ্। বরং প্রকৃত ঈমান তখনই লাভ হয়, যখন তরবারি চিত্তের কালিমা দূরীভূত করে।

এই তর্ক প্রসঙ্গতঃ আসিয়া পড়িয়াছে। আমরা আলোচনা করিতেছিলাম এই লইয়া যে, মওদুদী সাহেবের মতবাদ কোথা হইতে আসিয়াছে? কোরআন শরীফ হইতে যদি এগুলি গৃহীত না হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহা কোথা হইতে আসিল? এগুলি কি তাঁহার স্বকীয় আবিষ্কার? মুশকিল এই যে, আমরা এগুলি তাঁহার নিজস্ব আবিষ্কার বলিতে পারি না। কারণ এই প্রকারের সংস্কারমূলক ধারণা পূর্ব হইতেই পৃথিবীতে আছে।

শুধু এতটুকু দেখার বিষয় কোথায় আছে? এই প্রসঙ্গে আমি যাহা জানি, তাহা ইতিপূর্বেই লিখিয়াছি।

অবশেষে, মৌলানা মওদুদীর উপরে বর্ণিত তথাকথিত বিপ্লবাত্মক ঘোষণাপাঠে বিভিন্ন প্রকৃতির উপর যে প্রতিক্রিয়া হইতে পারে, তাহা বলিতেছি। একটা ধারণার বিষয় আমি উপরে বলিয়াছি। অর্থাৎ, লোকে ইহাকে, বড় জোর এক বৃদ্ধের শিশুসুলভ উক্তি বলিয়া মনে করিতে পারে। কিন্তু ইহা বাদেও আমার মনে হয়, যদি অসম্ভবকে সম্ভব বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় এবং সত্য সত্যই এই প্রকার বিপ্লবের দিন কোন দুর্ভাগা দেশকে দেখিতে হয়, তবে এই ঘোষণা পাঠের পর লোকের উপর প্রতিক্রিয়া কি হইবে?

আমার মনে হয় স্থূল প্রকৃতির মুর্খ ধরণের মানুষ এই ঘোষণা পাঠ করিয়া বাহকের মুখে থাপড় দিয়া বলিবে, "যাও যাও! বড় সংস্কারক আসিয়াছ দেখি! একেবারে খোদার ফৌজদার! তোমাকে আমার ধর্মের ঠিকা কে দিয়াছে? স্বগৃহে ফিরিয়া যাও। যদি আবার এদিকে আস তবে *****।" সমাজের এই শ্রেণী সম্বন্ধে মহাকবি গালিব বলেন ঃ

رندان میکدہ گستاخ ہیں زاہد
زنہار نہ ہونا طرف ان بے ادبوں کے

[সাধু ব্যক্তিগুলি অশিষ্ট। এই অশিষ্টদের কাছে কখনও যাইও না।]

আমার মনে হয়, এই অশিষ্টদের অবসর না দিয়া সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদিগকে কাফের বলিয়া রেজেষ্টারীভুক্ত করা হইবে।

আমার ধারণা, আর একটা এমন বড় দল উঠিবে যাহা এক বৎসর পর্যন্ত ঘোর অশান্তি ভোগ করিয়া বহু ধস্তাধস্তির পর অবশেষে অমুসলমান হওয়ার কথা ঘোষণা করিবে। ইহাদের প্রথম প্রতিক্রিয়া সাধারণতঃ প্রাণরক্ষার চিন্তার আকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহাদেরই সম্বন্ধে মওদুদী সাহেব ভয় করেন যে, অকস্মাৎ মুরতাদের শাস্তি কতল নির্ধারণ করা হইলে, তাহারা মুনাফেক মুসলমান সাজিয়া যাইবে।

এখন রহিল আমার নিজের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া। আমি সোজাসুজি স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে চাই যে, এই ঘোষণাপত্রে অমুসলমান শব্দ দ্বারা যদি কোন মুসলমানকে বুঝায় যিনি আপনার ব্যক্তিগত বিশিষ্ট আকায়েদ মানিতে এবং আপনার জিদের নিকট নতি স্বীকার করিতে কোন মতেই প্রস্তুত নহেন এবং মুজেজা ও কুওতে কুদ্‌সিয়া ব্যর্থ হওয়ার পর তরবারির বলে ইসলাম বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া রসুল (সাঃ)-এর প্রতি যে মিথ্যা ও জঘন্য অপবাদ আরোপিত হয় উহা কোন আশেকে রসুল খণ্ডন করিলে যদি কুফর হয়, তাহা হইলে আজই আমাকে কুফ্‌ফার দলভুক্ত বলিয়া লিখিয়া নিন। আল্লাহ্‌র কসম, যদি এই কুফরের শাস্তি সমাজ হইতে বহিষ্কারের পরিবর্তে শূলীতে ঝুলান হয় এবং এক দেশের ক্ষমতা নয়, বরং পৃথিবীর সমস্ত শক্তিও যদি আপনার করতলগত হয় এবং ভয়াবহ অত্যাচার ও নিপীড়ন আপনার আঙ্গুল ও চক্ষুর পলকের সঙ্কেতে নৃত্য করিতে থাকে, তবু ইহাই আমার জবাব হইবে যে ঃ

بعد از خدا بعشق محمد مخمرم
گر کفر ایں بود بخدا سخت کافرم
در کوئے اُو سر عشاق را زنند
اول کسے لاف تعشق زند منم

খোদাতায়ালার পর মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের প্রেমে আমি বিভোর। যদি ইহাই কুফর হয়, তবে খোদার কসম! আমি শক্ত কাফের।

হে আমার প্রিয় রসুল, আপনার পথে মস্তক ছেদ হইতে দেওয়াই যদি প্রেমিকদের রীতি হইয়া থাকে, তবে এ পথে যে ব্যক্তি তোমার প্রেমের ধ্বনি প্রথম তুলিবে, সে আমি।

* * *

কর্মক্ষেত্রে আহ্‌রার উলামা

বাস্তব ঘটনার এক ঝলক

মৌলানা মওদুদীর ক্ষমতা লাভের স্বপ্ন কখনও বাস্তবে অবগুণ্ঠন মোচন করিবার নয়। কিন্তু তাঁহার মতবাদের বিস্তার ও তাঁহার অনুরূপ আরো কোন কোন উলামার অগ্নি উদ্‌গারে আজ হইতে কয়েক বৎসর পূর্বে পাকিস্তানকে এই স্বপ্নের বাস্তবায়নের একটা পূর্ব ঝলক দেখাইয়া গিয়াছে।

দাঙ্গার উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা

দুর্ভাগ্যক্রমে এ যুগের আরো কোন কোন উলামার হৃদয়েও এরূপ কঠোরতার সৃষ্টি হইয়াছে যে, তাঁহারা সকল ধর্মের সারবস্তু স্বরূপ মানবতার উচ্চাঙ্গীন দয়া, মমতা, সহানুভূতি ও আন্তরিকতার বৃত্তিগুলি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। এখানে নাম ধরিয়া প্রত্যেকের মতবাদের বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত হওয়ার অবকাশ নাই। যেহেতু মৌলানা মওদুদী তাঁহাদের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছেন এবং উৎপীড়ন মূলক আকায়েদ পোষণে অন্য কেহই তাঁহার সমকক্ষ নহেন সুতরাং কেবল মৌলানার মতগুলি লইয়াই কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। এই সকল আলেম যখন ব্যক্তিগত মতকে ইসলামের নামে অজ্ঞ জনসাধারণের নিকট প্রচার করেন, তখন চারিদিকেই দাঙ্গা হাঙ্গামা ও নানা প্রকার অনিষ্টের প্রবল বার্তা প্রবাহিত হইতে থাকে এবং যে সকল অবস্থার উল্লেখ এই পুস্তকের প্রথমভাগে করা হয়েছে উহার পুনরাবৃত্তি হইতে থাকে। এ যাবৎ আমি এই জাতীয় উলেমার ধর্মীয় মত পাঠকগণের গোচরীভূত করিতেছিলাম। এখন আমি কর্ম জগতে ঐগুলির প্রয়োগ ফল প্রদর্শন করিব!

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তানের ইতিহাসে চিরকাল সর্বাপেক্ষা অন্ধকার বৎসর বলিয়া লিখিত থাকিবে। এই সনে কোন কোন ধর্মীয় উলেমা তাঁহাদের ধর্মীয় চিন্তা কাজে পরিণত করিবার জন্য পূর্ণ সুযোগ লাভ করেন। তাঁহাদের বক্ষ প্রদেশে যে সকল ইসলামী মতবাদ অবরুদ্ধ হইয়াছিল এবং দেশের আইনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া থাকিত, উক্ত বৎসর উহা মুক্ত হইয়া খুব সাজসজ্জা করিয়া জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইল। পাঞ্জাবের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সহর, পল্লী ও প্রত্যেক জনপদের মধ্যে ফিরিয়া ফিরিয়া মতবাদগুলির প্রচার চলিল। প্রথমতঃ খুব সংগোপনে, দিনের আলোকের ভয়ে আইনের ফাঁদ হইতে দেহ রক্ষা করিয়া চলা হইত। তারপর, ক্রমে ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে নির্ভিক চিত্তে প্রচারকগণ পাঞ্জাবের গলিতে গলিতে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এমন কি ১৯৫৩ সনের ৬ই মার্চ তারিখে তাহাদিগের স্বাধীনতা সীমার সকল বাঁধ অতিক্রম করিয়া গেল। এই দিন সম্বন্ধেই পরে তদন্ত আদালতের বিজ্ঞ জজ মহোদয়গণ এই রায় দেন যেঃ

যখন বেলা ১-৩০ মিঃ-এর সময় মার্শাল ল জারি করা হইল তখন 'সেণ্ট বার্থলোমিও ডে' দিবসের কথা মনে পড়িতেছিল এবং উক্ত দিবসের পূর্ণ অবস্থায় পরিণত হইবার উপক্রম হইতেছিল। (১)

'সেণ্ট বার্থলোমিও ডে' ফ্রান্সের ইতিহাসের লজ্জাকর দিন। ইহাকে দিন না বলিয়া রাত বলিলে ভাল হয়। উহা স্মরণে ফরাসী জাতি আজিও লজ্জায় অধোমুখ হয়। এই রাত্রিতে দেশের রোমান ক্যাথালিক ধর্মীয় নেতাগণ তৎকালীন বাদশাহের সহযোগীতায় প্রোটেস্‌ট্যাণ্ট্‌ সম্প্রদায়ভুক্ত দুর্বল নিঃসহায় খ্রীষ্টানদিগকে নির্দয়ভাবে ব্যাপক হত্যা করেন। এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড লইয়া শুধু ফরাসী জাতিই নয়, মানুষ মাত্রই লজ্জানুভব করে।

এই দিন সম্বন্ধে মিঃ উইলিয়ম হার্ট তাঁহার রচিত 'হিষ্টরী অব প্রীষ্ট্‌-ক্র্যাফ্‌ট্‌ ইন্‌ অল্‌ এইজেস্‌' পুস্তকে লিখিয়াছেনঃ

> "হত্যাকারীদের শোরগোল, নিপীড়িত আর্তদের হাহাকার ধ্বনি এবং আহতদের আর্তনাদে প্রলয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। নিহত ব্যক্তিদের দেহগুলি জানালা দিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করা হইত এবং হাটে বাজারে, রাস্তার উপর দিয়া ছেঁচড়ান হইত।

(১) ১৯৫৩ সালের পাঞ্জাব হাঙ্গামা তদন্ত আদালতের রিপোর্ট ১৬৬ পৃঃ।

এই ব্যাপারে শিশু, বৃদ্ধ, পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোনই তারতম্য করা হয় নাই। তাহাদের নাক, কান ইত্যাদি কাটা হইয়াছিল এবং এই সব কিছু খোদার মহিমা ও গৌরব কায়েম করিবার উদ্দেশ্যে করা হইয়াছিল।"

বিজ্ঞ জজগণের রায়ে ১৯৫৩ সনের ৬ই মার্চ পাকিস্তানের ইতিহাসে 'সেণ্ট্ বার্থলোমিও ডে' স্বরূপ ছিল। কারণ স্বাভাবিক অবস্থায় যাহারা সভ্য এবং বিচক্ষণ নাগরিকের পর্যায়ভুক্ত ছিল তাহারা বড় বড় দলে বিভক্ত হইয়া এমন উত্তেজিত ও বিশৃঙ্খল জনতার সৃষ্টি করিল, যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল আইন অমান্য করা এবং আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকারকে নতি স্বীকারে বাধ্য করা। এই দিনের ভীষণ ঘটনাবলীর উপর দৃষ্টি পতিত হওয়া মাত্র একজন মুসলমানের হৃদয়ে এই চিন্তার উদয় হওয়া স্বাভাবিক যে, ইসলাম যখন নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রেম ও শান্তির শিক্ষা দেয় তখন এইরূপ কেন হইল? সঙ্গে সঙ্গে সমাজের ইতর শ্রেণীর লোকেরা এই অশান্তি ও দুর্যোগের সুযোগ নিয়া বনের হিংস্র জন্তুর ন্যায় লোকজনকে হত্যা করিতে লাগিল, তাহাদের মাল পত্র লুট তরাজ করিতে লাগিল এবং মূল্যবান সম্পত্তি পুড়াইতে আরম্ভ করিল এবং শুধু এই জন্যই যে, ইহা একটি আমোদজনক দৃশ্য ছিল। (রোম দেশীয় ধনী ব্যক্তিরা কলিসিয়মে বসিয়া যে তামাশা উপভোগ করিতেন ইহা কি সেই তামাশা? —অনুবাদক)। অথবা কোন কল্পিত শত্রুর বিরুদ্ধে মনের বিদ্বেষ মিটাইতেছিল। সমগ্র শাসনযন্ত্র বিকল হইয়া পড়িয়াছিল। (১)

(১) তদন্ত আদালতের রিপোর্ট—১৮৩ পৃঃ

অনুবাদক—**এ এইচ. মুহম্মদ আলী আনওয়ার**

(ক্রমশঃ)

পূর্ব-পাকিস্তানে আহ্‌মদীয়াত বিস্তারের ইতিহাস

মীর্যা আলী আখন্দ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তাঁহাদের সঙ্গে বাস করিয়া ও মিলামিশা করিয়া দেখিতে পাইলাম যে, তাহাদের মধ্যে ছোট বড় ধনী গরীব আলেম বা শিক্ষিত এবং যাহাদিগকে অশিক্ষিত বলা হয় এই রকম লোক, সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য কোরআন শিক্ষা করা এবং কোরআনের শিক্ষা অনুযায়ী জীবন গঠন করা এবং ইহার মহান শিক্ষাগুলি দেশ বিদেশে প্রচার করা। এই কথা শুনিয়া মৌলবী জাকের মোহাম্মাদ সাহেব যে তক্তপোষের উপর বসিয়াছিলেন তাহার উপর নিজ হাত বার দুই জোরে মারিয়া বলিলেন, "ইমাম মাহদীয়াতে এই কাজই হইবে।"

তখন রমজান মাস, ঈদের তিন চারি দিন বাকী আছে। মুন্সি সাহেব আমাকে বলিলেন যে, আমাদের সম্মুখে যে বড় মাঠ দেখিতেছ, ঐ মাঠে একটা বড় গাছের নীচে ঈদের নামাজ পড়া হয়। চারদিক হইতে গ্রামের লোক আসিয়া ইহাতে যোগদান করে। প্রায়

৪।৫ হাজার লোক সেখানে ঈদের নামায পড়ার জন্য জমায়েত হয়। আমি ঈদের নামাজ পড়াই। এবার তুমি আসিয়া ঈদের নামায পড়াইও এবং খোতবা দিও। আমি বাড়ীতে গিয়া এই কথা বলিলে আমার বাপজান খুব খুশী হইলেন। এবং আমি যে সোনারায়ের মাঠে জাকের মোহাম্মাদ মুন্সির স্থলে নামায পড়াইবার সুযোগ পাইব ইহাতে খোদার শোকর করিলেন। আমরা ঈদের দিন সোনারায়ের মাঠে রওয়ানা হইলাম—আমার পিতা, ছোট ভাই বেলায়েত আলি এবং গ্রামের আর দুইজন আহ্‌মদী সহ সোনারায়ের মাঠে পৌঁছিলাম। ঈদগাহে পৌঁছিয়া দেখি জনাব মুন্সি সাহেব বর্তমান আছেন ও ঈদের নামায পড়িতে বিরাট জমাত সমবেত হইয়াছে।

মুন্সি সাহেব জনতার নিকট আমার পরিচয় দিয়া বলিলেন যে, আজ আমার স্থলে ইনিই নামাজ পড়াইবেন। তোমরা ইহার খোত্‌বা মনোযোগ দিয়া শুনিও। আমার খোত্‌বা শেষ হইলে মুন্সি সাহেব মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া বলিলেন যে, ভাই মুসুল্লিগণ, তোমরা আজ যে খোত্‌বা শুনিলে ইহা যদি ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখ এবং আপন জীবন এই আদর্শে গঠিত করিতে চেষ্টা কর, তবে আজিকার এই খোতবা তোমাদের পঞ্চাশ বছরের এবাদতের কাজ করিবে। এরপর কাদিয়ান গিয়া হযরত সাহেবকে এই সব শুনাইয়া যখন আমি প্রস্তাব করিলাম যে, 'হুজুর আমার বোধ হয়, এই সময় কোন বড় আলেমকে সঙ্গে লইয়া যদি আমি সমস্ত বাংলা দেশ একবার ঘুরিতে পারি, আল্লাহ্‌র ফজলে তাহার খুব ভাল ফল আশা করি।" হযরত খলিফাতুল মসিহ্‌ সানি (আইঃ) ইহা শুনিবা মাত্র আমার প্রস্তাবে রাজী হইলেন এবং বলিলেন, "হাফেজ রওশন আলী সাহেবকে আপনার সঙ্গে দিব। আপনি তাঁহাকে লইয়া বাংলাদেশের বড় বড় শহরগুলিতে একবার ঘুরিয়া আসিতে পারেন।" কয়েক দিন পর হযরত হাফেজ সাহেব (রাঃ) সহ আমি রওয়ানা হইলাম। তিনি একজন যুবক আলেম এবং কোরআন, হাদিস ও রুহানিয়াতের নানান তত্ত্বজ্ঞানের ভাণ্ডার ছিলেন। তার দৃষ্টিশক্তি অতি সামান্য ছিল, কিন্তু তিনি শুধু কোরআনে হাফেজ ছিলেন না, সিয়া সাত্তার হাদিসগুলি এবং মসিহ্‌ মাউদ (আঃ)-এর কেতাবগুলিও যেন তাঁহার নখাগ্রে ছিল। তিনি একটি কেতাব ও সঙ্গে লইলেন না। বড় বড় আলেমদের সঙ্গে যখন কথাবার্তা হইত তখন আবশ্যকীয় যে কোন কেতাব হইতে দরকারী বচনগুলি উদ্ধৃত করিতেন; এমন কি অধ্যায় ও পৃষ্ঠারও উল্লেখ করিতেন। আমার যতদূর মনে হয় আমরা প্রথমত পাটনায় জনাব হাফেজ সাহেবের পরিচিত কোন আহ্‌মদীর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তথায় বোধ হয় একদিন ছিলাম। পাটনায় সেই ভদ্রলোক আমাদের বেশ খাতির তোওয়াজ করিয়াছিলেন। তথা হইতে আমরা মুঙ্গেরে আসিলাম। মুঙ্গেরে জনাব হাফেজ সাহেবের কোন একজন বিশেষ বন্ধুর একটি মেয়ের বিবাহ হইয়াছিল। মেয়েটিকে তিনি একটি টাকা উপহার দিলেন। পরে আহ্‌মদী বন্ধুগণ হাফেজ সাহেবকে যে নজরানা দিলেন, তাহার পরিমাণ প্রায় দশ টাকার মত হইল। পথে আসিয়া হযরত হাফেজ সাহেব (রাঃ) আমাকে বলিলেন যে, "আপনাকে একটি মারাফতের গুঢ় কথা বলিয়া দিই—যদি আপনি কখনো অভাবে পড়েন তখন আল্লার ওয়াস্তে কিছু খয়রাত করিবেন। আল্লার ওয়াদা আছে যে, তাহার দশগুণ ফল পাইবেন। এই দেখুন আমি কাদিয়ান হইতে যখন রওয়ানা হই, তখন পারিবারিক খরচের জন্য দিয়া মাত্র একটি টাকা সঙ্গে আনিয়াছিলাম। সেই টাকাটি ঐ মেয়েকে দিলাম। সফর খরচের টাকা হযরত সাহেব আমার হাতে দিয়াছিলেন এবং আমি উহা হইতে ব্যয়

করিতাম। কারণ মেয়েটি আমার একটি বিশেষ প্রিয় বন্ধুর মেয়ে, এই রকম দান করা ইসলামে শিক্ষা দেয়। ফলে এই মুঙ্গেরেই আমি দশ টাকা পাইলাম। এতদ্বারা আমার আবশ্যকীয় কাপড় ইত্যাদি কলিকাতা হইতে খরিদ করিতে পারিব। তখন কলিকাতার আমির ছিলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে মৌলবী লুতফুর রহমান সাহেব। তাঁহারই মেয়েদের সঙ্গে পরে মৌলবী আবদুল হাফেজ সাহেব ও গোলাম সামদানী সাহেবের বিবাহ হইয়াছিল। জনাব বাহাউল হক এম, এ, , এম, কম তাঁহারই পুত্র। তিনি ছিলেন কলিকাতার একটি বিশেষ সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক। তাঁহার আত্মীয় স্বজন অনেক বড় বড় লোক আছেন। কলিকাতা হইতে আমরা বগুড়ায় আসি। বগুড়া টাউনে আমার চাচা মোক্তারী করিতেন। তিনি আমার পিতৃতুল্য ছিলেন। ছোট বেলায় তাঁহার বাসায় থাকিয়া আমি লেখা-পড়া শিখিয়াছি এবং তাঁহার সাহায্য না পাইলে আমার উচ্চশিক্ষা সম্ভব হইত না। কাজেই তাঁহার বাড়ীকে আমার নিজের বাড়ীই মনে করিতাম। তিনি পাকা দুনিয়াদার ছিলেন। আমার ধর্মীয় আলোচনা এবং আহ্‌মদীয়া মতবাদের প্রচারের প্রচেষ্টা তিনি মোটেই ভালচক্ষে দেখিতেন না, কিন্তু আমি যাহা করিতাম, তাহাতে বাধা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। হযরত হাফেজ সাহেব ও আমি কয়েক দিন বগুড়ায় তাঁহার বাসায় ছিলাম এবং কয়েকটি সভা সমিতি ও বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। আমাদের আগমনের ফলে বগুড়াতে এক হুলস্থূল পড়িয়া গেল। মৌলবী মোল্লার দল সকলে দল বাঁধিয়া আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। শিক্ষিত সম্প্রদায়, আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলে আমাদের কথা পছন্দ করিত; কিন্তু মোল্লাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে কাহারো সাহস হইত না। বগুড়া ছাতানির মসজিদে একটি সভাতে হাফেজ সাহেব আহ্‌মদীয়তের সত্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছিলেন। তাঁহার কথাতে যখন দেখা গেল শ্রোতাদের মনে বেশ প্রভাব হইতেছে, তখন এক মৌলবী দাঁড়াইয়া বাধা দিলেন এবং গলা ফাটাইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, এ সব কথা আমরা শুনিতে চাইনা এবং শুনিতে দিবও না। তাঁহার লাফালাফি দেখিয়া যেমন একটু আশঙ্কা হইতেছিল, তেমনি মনে একটু হাসিও পাইতেছিল। ইতিমধ্যে আসরের ওয়াক্ত না হওয়ার পূর্বেই আজান পড়িয়া গেল এবং নামাজের জন্য প্রস্তুত হইতে লোকদিগকে বলা হইল। আমরা সেখান হইতে বাসায় ফিরিয়া গেলাম। আমাদের কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব আমাদিগকে ঘিরিয়া লইয়া গেলেন, নতুবা আক্রমনের আশঙ্কাও ছিল। বগুড়া হইতে আমরা আমাদের গ্রামের বাড়ী দিগদাইরে গেলাম। বাড়ীর নিকট হইতেই আমার পিতা এবং মরহুম আব্বাস আলী মোক্তার সাহেবের পিতা এবং বড় চাচা অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন এবং বাড়ী হইতে কিছু আগাইয়া গিয়া সর্বকুঠি ঘাট পর্যন্ত গেলেন, তথা হইতে নৌকার সাহায্যে আমরা বাড়ীতে আসিলাম। বাড়ীতে হাফেজ সাহেবের আদেশ মত আশে পাশের সমস্ত আলেম-দিগকে ডাকা হইল। কিন্তু কেহই আসিল না। সেইবার মিঞা আব্বাস আলী (তখনও তিনি মোক্তার হন নি) এবং আমার মাতা সাহেবা ও ছোট ভগিনী আয়েশা খাতুন হাফেজ সাহেবের কাছে বয়েত করিলেন (হযরত সাহেব হাফেজ সাহেবকে বয়েত নিবার অধিকার দিয়াছিলেন)। আমার বড় ভাই ও ভাবী সাহেবা ইহার কয়েক বৎসর পরে জামাতে দাখিল হন। দিগদইর হইতে প্রায় মাইল দেড়েক দক্ষিণে মুন্সি জাকের মোহাম্মাদ সাহেবের বাড়ী সোনারায় গ্রামে গেলাম। সেই গ্রামের নিকট উপস্থিত হইলে হযরত হাফেজ সাহেব এক গাছের নীচে বসিয়া দোয়া

করিলেন। আমিও দোয়াতে শরীক ছিলাম। তার-পরে আমরা মুন্সি সাহেবের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। পূর্বেই সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, দেখিলাম কয়েক শত লোক সেখানে জমা হইয়াছে। নিকটবর্তী জাগুনিয়া মাদ্রাসার হেড মৌলবীও (নোয়াখালিবাসী) উপস্থিত ছিলেন। আমার ভগ্নিপতি মৌলবী একরাম আলী সাহেবও ঐ জাগুনিয়া মাদ্রাসায় কাজ করিতেন। হাফেজ সাহেবের সঙ্গে হেড মৌলবী সাহেবের কথাবার্তা আরম্ভ হইল। আমার যতদূর মনে পড়ে প্রথমেই ওফাতে মসিহ্ নিয়া কথা হইতে ছিল। দুই তিন মিনিট পরেই হেড মৌলবী সাহেব এমন চুপ হইলেন যে তাঁহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। মুন্সি জাকের মোহাম্মাদ সাহেব বলিলেন, "হাঁ সব বুঝা গেছে"। হাফেজ সাহেবের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিলেন, "হুজুর আমাদের বয়েত নেন!" তখন মুন্সি সাহেব ও তাঁহার চারি পুত্র সকলে বয়েত করিলেন। অন্দর হইতে মেয়েলোকেরাও সকলে বয়েত করিলেন। (আমার ভগিনী ও তাহার শ্বাশুড়ী)। আমার ছোট ভগিনি হযরত হাফেজ সাহেবের জন্য এক টাকা নজরানা দিলেন। তিনি পরবর্তী কালে অনেক বাধাবিঘ্ন সত্বেও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আহ্‌মদীয়া মতে ইমান রাখিয়াছিলেন (আল্লাহ্‌তায়ালা তার প্রতি বড় বড় রহমত নাজিল করুন)। রাত্রিতে সোনারায়ে থাকিয়া পর দিন আমরা আবার দিগদাইর গ্রামের বাড়ীতে গেলাম এবং তথা হইতে ময়মনসিংহ উপস্থিত হইলাম। ময়মনসিংহে প্রথমতঃ ডাক বাংলায় নামিয়াছিলাম। সেখানে কোন অসুবিধা ছিল না, কিন্তু হাফেজ সাহেব বলিলেন, এখানে আমার নামাজে মন বসে না; বোধ হয় এখানে সরাবখুরি বদমাইসি ইত্যাদি হয়। সেজন্য এই স্থানে থাকা আমাদের উচিত নয়। পরে এক বাড়ীতে গেলাম। সেটা একটা হোটেলের মত; কিন্তু ঘরটি ভাল দালান। বগুড়ার নবাব সাহেব ময়মনসিংহে গেলে ঐখানে থাকিতেন। ময়মনসিংহ থাকাকালীন আমরা বিভিন্ন লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে লাগিলাম এবং একদিন খান বাহাদুর মৌলবী মোহাম্মাদ ইসমাইল সাহেবের (গভর্মেণ্ট লিডার এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান) সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। কথাবার্তা প্রসঙ্গে তিনি আমাদিগকে বলিলেন যে, আমার এক মামা মৌলবী রইসউদ্দিন খাঁ আপনাদের জামাতের লোক। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল তিনি মফঃস্বলে যেস্থানে থাকেন ময়মনসিংহ শহর হইতে উহা ৫০।৬০ মাইল দূরে। হযরত হাফেজ সাহেব শুনিয়া বলিলেন, এমন লোকের সঙ্গে দেখা করাত খুবই সুখের বিষয় হইত। কিন্তু মফঃস্বলে এত দূরে যাওয়া আমাদের এখন উচিত হইবে না। ময়মনসিংহ কলেজের হোষ্টেলে হাফেজ সাহেবের একদিন বক্তৃতা হইল। কলেজের ছাত্র ও প্রফেসারগণ উপস্থিত ছিলেন। একজন মুসলমান মৌলবী প্রফেসার হযরত হাফেজ সাহেবের সঙ্গে দুই একটি কথা বলিয়া নীরব হইলেন। তারপর আমরা ময়মনসিংহ হইতে ঢাকায় চলিয়া গেলাম। ঢাকাতে আমার পুরাতন বন্ধু মৌলবী মোহসেন আলী সাহেব (মালদহ নিবাসী)-এর বাসায় আমরা উঠিলাম। মৌলবী মোহসেন আলী এখন হাইস্কুলের ডিপুটি ইনস্‌পেক্টর। তিনি ভিতরে ভিতরে আহ্‌মদীয়াতের শক্ত মুখালিফ ছিলেন। কিন্তু মৌখিক ভদ্রতা যথেষ্ট ছিল এবং আমাদের মেহ্‌মানদারী করিতেও ত্রুটি করিলেন না। আমরা একদিন ঢাকায় নবাব সলিমউল্লার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। নবাব সাহেব তখন কিছু অসুস্থ ছিলেন। তিনি সংবাদ দিলেন যে, আমরা যেন পরদিন সকালে তার সঙ্গে দেখা করিতে যাই, ইতিমধ্যে নবাব সাহেব কয়েকজন বড় বড় আলেমকে ডাকিয়া তাহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। নবাব সাহেবের

ইচ্ছা ছিল যেন তাঁহার সাক্ষাতে আলেমগণের সহিত হযরত হাফেজ সাহেবের কথাবার্তা হয়। কিন্তু দুই একজন আলেম হযরত হাফেজ সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, হাফেজ সাহেবের তুলনায় তাহারা যেন মক্তবের ছাত্রের মত। তাঁহারা নবাব সাহেবকে পরামর্শ দিলেন: তাহার স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল নহে। কাদিয়ানী আলেমের সঙ্গে কথাবার্তা হইলে অনেক বাকবিতণ্ডা হইতে পারে। বহু সময় লাগিতে পারে এবং অনেক উত্তেজনার সৃষ্টি হইতে পারে, সুতরাং এরূপ কথাবার্তা না হওয়াই ভাল। পরদিন আমরা নবাববাড়ী আহ্সানমঞ্জিলে উপস্থিত হইলে নবাব সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র হবিবুল্লাহ্ (যিনি পরে ঢাকার নবাব হইয়াছিলেন) আমাদিগকে আসিয়া বলিলেন: "হযরত নবাব সাহেব পয়গাম দিতেছেন যে, উনকি তবিয়াত আচ্ছি নেহি হ্যায়, ইসলিয়ে আপসে মোলাকাত না মোনাসেব সমাজতেহে।" ঢাকায় অবস্থান কালে হযরত হাফেজ সাহেব ঢাকার মাদ্রাসায় একদিন গিয়াছিলেন এবং সেখানে মুদারেসদের সঙ্গে কিছু এলমি আলাপিও করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ঢাকা মাদ্রাসায় কারিকুলাম ইত্যাদি বিষয়ে অবগত হওয়া। তখন কাদিয়ান মাদ্রাসার সঙ্গে তুলনা করিয়া আবশ্যক হইলে কাদিয়ানেও শিক্ষা বিষয়ে কিছু পরিবর্তন করা। মোদারেসগণ হাফেজ সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার বিদ্যা কত গভীর এবং কত ব্যাপক। বাংলা দেশে আসার পর হইতেই মরহুম জনাব আবুল হাসেম খাঁ চৌধুরী সাহেবের (তখন তিনি ঢাকা ডিভিশানের এসিষ্ট্যাণ্ট ইনস্পেক্টার পদে ছিলেন, কিন্তু তাহার হেডকোয়ার্টার বরিশাল ছিল) চিঠি ও টেলিগ্রাম পাইতে লাগিলাম যেন আমরা যথাশীঘ্র সম্ভব বরিশাল যাই। ঢাকায় পৌছিয়াও টেলিগ্রাম পাইয়া তথা হইতে বরিশাল রওয়ানা হইলাম। তখন খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দিন বি. এল. সাহেব (যিনি এক সময় বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের মেম্বার ছিলেন) বরিশালের প্রধান উকিল এবং প্রধান নেতা হিসাবে পরিগণিত ছিলেন। আবুল হাসেম সাহেব তাঁহার সহিত একযোগে আমাদের বক্তৃতাদি দিবার বন্দোবস্ত করিলেন; মোল্লার দল হেমায়েত উদ্দিন সাহেবকে দেখিয়া কোন বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস পাইল না। হযরত হাফেজ সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া এবং তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া যাঁহারা আমাদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই মুগ্ধ হইলেন। চৌধুরী আবুল হাসেম খাঁ সাহেবও একেবারে আত্মহারা হইলেন। তিনি বলিলেন, "অনেক আলেমেরই বক্তৃতা শুনিয়াছি, কিন্তু ইসলাম সম্বন্ধে এত গভীর জ্ঞান আর কাহারো দেখি নাই।" সাধারণতঃ আলেমেরা যে বক্তৃতা করেন তাহাতে কোন শৃঙ্খলা থাকে না। কিন্তু হাফেজ সাহেবের বক্তৃতার বিষয়গুলি বেশ সুচিন্তিত এবং সুসজ্জিত, ঠিক যেন কোন বড় উকিল বিচারকের সম্মুখে যথাক্রমে এক একটি বিষয় শৃঙ্খলার সঙ্গে বর্ণনা করিয়া যাইতেছেন। সাধারণতঃ তাঁহার বক্তৃতার বিষয় হইত আল্লাহ্-তায়ালার অস্তিত্ব, ধর্মের আবশ্যকতা, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব, হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর সাদাকাত, এবং মসিহ্ ও মাহ্দীর আগমন সম্বন্ধে আলেমগণের ভুল ধারণা ও তাহার খণ্ডন, ইত্যাদি ইত্যাদি। হাফেজ সাহেবের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি দুচার ঘণ্টা লম্বা বক্তৃতাও করিতে পারিতেন এবং সময় সংক্ষেপ হইলে অল্প কথায়ও তাঁহার মনোভাব পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করিতে পারিতেন। অথচ তিনি আরবী শিক্ষিত লোক, যিনি ইংরাজী মোটেই জানেন না এবং যাহার শিক্ষা মোটের উপর মৌখিক ভাবেই হইয়াছে।

কারণ তাঁহার এক চক্ষু অন্ধ ছিল এবং অপর চক্ষু দ্বারা তিনি খুব কম দেখিতে পারিতেন। তাঁহার পক্ষে লোকের মধ্যে ঠিক একজন উচ্চ ইংরাজী শিক্ষিত লোকের মত শৃঙ্খলার সহিত বক্তৃতা করা আবুল হাসেম খাঁ সাহেবের নিকটে একটি অত্যাশ্চর্য ব্যাপার ছিল। তখন ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসের শেষ ভাগ। ডিসেম্বর মাসের জলসার পূর্বেই আমাদের কাদিয়ান প্রত্যাবর্তনের কথা। আবুল হাসেম সাহেব বলিলেন, "আপনারা যখন কলিকাতা হইতে কাদিয়ান রওয়ানা হইবেন, তখন আমিও আপনাদের সাথে যাইব, ইন্‌সাল্লাহ্‌।" আমরা বরিশাল হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া গেলাম। কারণ হাফেজ সাহেবের ইচ্ছা যেন তিনি ডিসেম্বরের প্রথম দিকেই কাদিয়ান পৌঁছেন। কলিকাতায় আমরা একদিন তদানিন্তন মোহাম্মাদীর সম্পাদক মৌলানা মোহাম্মাদ আক্রাম খাঁ সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। মৌঃ আক্রাম খাঁ সাহেব হাফেজ সাহেবের সহিত কথাবার্তাতে প্রথম প্রথম বেশ জোরে জোরে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং হাফেজ সাহেবের কথার সমালোচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি এমন চুপ হইয়া গেলেন যে, শেষ পর্যন্ত হাফেজ সাহেব যাহা বলিলেন তাহাতে আর উচ্চবাচ্য করিলেন না। শেষটায় শুধু এই বলিলেন, "হযরত মীর্যা সাহেবের দাবীর বিষয়টি বড় গুরুতর। এই সম্বন্ধে বিশেষভাবে অধ্যয়ন ও চিন্তা করা আবশ্যক।" শেষটায় হাফেজ সাহেবের শুকরিয়া আদায় করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

একদিন আমরা মৌলানা আবু বকর পীর সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি তখন কতকগুলি মুরিদ বেষ্টিত ছিলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গেই কথাবার্তায় এত মশগুল ছিলেন যে, আমাদের সঙ্গে কোন কথাবার্তা হইতে পারে নাই।

ইতিমধ্যে মৌঃ আবুল হাসেম খাঁ চৌধুরী সাহেব বরিশাল হইতে আসিয়া গেলেন। তখন ডিসেম্বর মাস, ১৯১৪ সন। আমরা তাহার সহিত ট্রেনে কাদিয়ান রওয়ানা হইলাম। কাদিয়ান গিয়া আবুল হাসেম খাঁ সাহেব খুবই সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার পূর্ব পীর সাহেব 'কত পানির মাছ।' জলসা সালানার পরে চৌধুরী আবুল হাসেম খাঁ সাহেব বয়াত গ্রহণ করিলেন। তাহার বয়াতের পরক্ষণেই হযরত সাহেব সুরা ফাতেহার একটা দরস দিলেন। দরস শুনিয়া চৌধুরী সাহেব এত খুশী হইলেন যে, আমাকে বলিতে লাগিলেন "আমার ত এখন খুশীতে নাচিতে ইচ্ছা হয়।" হযরত সাহেবের নিকট হইতে বিদায় লইবার পূর্বে তিনি আরজ করিলেন "হুজুর আমি নূতন বয়াত করিলাম। এই সিলসিলা ও ইসলাম সম্বন্ধে আমার জানিবার বহু বিষয় রহিয়া গেল। হুজুর যদি কোন আলেমকে আমার সঙ্গে দেন, আমি তাহার যাতায়াতের এবং ভরণ পোষণের সম্পূর্ণ ভার লইতে প্রস্তুত আছি। হযরত এই প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইয়া জনাব হাকিম খলিল আহমদ সাহেব মুঙ্গেরিকে সঙ্গে দিলেন। জনাব হাকিম সাহেব শুধু একজন ভাল আলেম এবং সুবক্তাই ছিলেন না, তিনি একজন বাগ্মীও ছিলেন। তিনি পরে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, চৌধুরী আবুল হাসেম সাহেবের সঙ্গে থাকাতে চৌধুরী সাহেবের তরবিয়াত ছাড়াও তিনি তবলিগের যথেষ্ট সুযোগ পাইতেন। চৌধুরী সাহেব নৌকাতে মফঃস্বলে যাইতেন এবং হাকিম সাহেবকে সঙ্গে নিতেন। এই ভাবে তিনি নানান জায়গায় গিয়া প্রচার করিতে পারিতেন। কাদিয়ানের জলসার পর ১৯১৫ সনের জানুয়ারী হইতে মার্চ মাস পর্যন্ত আমি কাদিয়ানে ছিলাম, তখন আমার কাজ

ছিল কোরআন মজিদের ১ম সিপারার তর্জমার পাণ্ডু লিপি প্রস্তুত করা। একটি বোর্ড অব ট্রেনস্লেটার হযরত সাহেব নিযুক্ত করিলেন। তিনি নিজেও প্রত্যেক মিটিং-এ উপস্থিত থাকিতেন এবং বোর্ডের অন্যান্য মেম্বারগণ, যথা হযরত মীর্যা বশির আহ্মদ সাহেব এম. এ., মৌলবী মোহাম্মাদ দিন সাহেব বিএ, বিটি, হেড মাষ্টার টি, আই, হাইস্কুল, মৌলবী আবদুল হক সাহেব, এসিস্টেণ্ট মাষ্টার টি, আই, হাইস্কুল, মরহুম মৌলবী আবদুল গণি সাহেব (টি, আই, স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক এবং পরবর্তীকালে নাজেরে বায়তুল মাল ও নাজেরে দাওয়াতুত তবলিগ ইত্যাদির সঙ্গে সারাজীবন জড়িত ছিলেন) ইত্যাদি। আমি ছিলাম সেই বোর্ডের সেক্রেটারী। কোরআন শরীফের তর্জমায় আরবী হইতে ইংরাজীতে ড্রাফট বা পাণ্ডু-লিপি প্রস্তুত করার ভার আমার উপরে দেন। আমি একদিন যে ড্রাফট প্রস্তুত করিতাম, পরদিন বোর্ডে তাহার আলোচনা হইত এবং আবশ্যকীয় পরিবর্তন করার পর শেষ ড্রাফট প্রস্তুত হইত। এই কাজের জন্য ঐ সময় যতগুলি ইংরাজী তর্জমা বিদ্যমান ছিল সবগুলিই আমাকে দেওয়া হইয়াছিল এবং Lanes, Arabic-English Dictionary 6 volume (খণ্ড) এবং Encyclopedia Britanica সম্পূর্ণ (২৬ বা ২৭ খণ্ড) ইত্যাদি বহু মূল্যবান গ্রন্থাদি আলোচনা করার জন্য আমাকে দেওয়া হইয়াছিল। এই কাজটি আমার কাছে খুব ভাল লাগিত। ইহাতে কোরআন শরীফের একটি critical knowledge লাভ করার আমি সুযোগ পাইয়াছিলাম। এই কাজ করার জন্য প্রফেসার আবদুল কাদের সাহেব ভাগলপুরী এবং মৌলবী (পরে খান বাহাদুর) আতাউর রহমান সাহেব, এসিষ্টেণ্ট ইনস্পেক্টর অব স্কুল, আসাম (পরে এসিষ্টেণ্ট ডি, পি, আই,) এদের দুজনের প্রত্যেককে মাসিক ২০০৲ টাকা মাহিনা offer করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা গভর্ণমেণ্টের চাকরী ছাড়িয়া কোরআনের খেদমতের জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন নাই। শুনিতেছি এখন খান বাহাদুর আতাউর রহমান আসামী ভাষাতেই কোরআন মজিদের তর্জমা করিয়াছেন এবং তাহার নোটও লিখিয়াছেন এবং তাহা প্রকাশিত করার চেষ্টায় আছেন।

১৯১৫ ইং সালের মার্চ মাসের শেষভাগে আমি চট্টগ্রাম মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল সামশুল ওলামা কামালুদ্দিনের নিকট হইতে পত্র পাইলাম। (তিনি তখন মাদ্রাসা হাইস্কুলের—পরে গভর্ণমেণ্ট মুসলেম হাইস্কুলের কর্তা ছিলেন। (তিনি আমাকে লিখিলেন যে, আমাকে আর ছুটি দেওয়া হইবে না। তিনি আরো জানাইলেন, আমি কাজে যোগদান করিলে হেড মাষ্টার নিযুক্ত হইতে পারিব। তিনি আদেশ দিলেন যে, হয় আপনি পুনরায় কাজে হাজির হন অথবা ইস্তফা দেন। আমি সেই চিঠিখানা হযরত সাহেবের নিকট পাঠাইলাম। হযরত সাহেব আমাকে লিখিলেন যে, আপনার যখন প্রমোশনের কথাবার্তা হইতেছে, তখন আপনি না গেলে আপনার পিতামাতা ও আপনার বিবি নিরাশ হইবেন। সুতরাং ঐ চাকুরীতে গিয়া হাজির হউন। আরো লিখিলেন, 'আল্লাহ্-তায়ালা কি কুন্নি কাম খালি আজ হেকমত্ নেহি হোতা হে। সায়েদ কে বেহ্তর মে তবলিগ কা কুন্নি নয়া দরওয়াজা খোল যায়।" সেই সময়ের মধ্যে কোরআন শরীফের ১ম ছিপারার (সুরা বাকারার) তর্জমা নোটসহ সম্পূর্ণ হইয়া প্রেসে দেওয়া হইয়াছিল। এর পর আমি চট্টগ্রামে আসিয়া মাদ্রাসা হাইস্কুলের অস্থায়ী হেডমাষ্টার নিযুক্ত হই। কিছুদিন এইরূপ চলিতেছিল, হঠাৎ একদিন হযরত সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট হইতে পত্র পাইলাম, "হুজুর

আপনাকে ইংলণ্ডের মিশনারীরূপে পাঠাইতে চান। আপনি যাইতে প্রস্তুত আছেন কিনা?" এই চিঠি খানা যেদিন পাই সেদিন আমার শরীর একটু অসুস্থ ছিল, সেজন্য আমি স্কুলে যাই নাই। মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মৌলবী কামালুদ্দিন সাহেবকে লিখিয়া পাঠাইলাম যে, আমি জানি আপনি আমাকে হেড মাষ্টারের পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু তাহা করিবেন না, কেননা আমি সম্ভবতঃ বিদেশে আমাদের মিশনের কাজে যাইতে পারি। শামসুল ওলামা সাহেব আহ্‌মদীয়া জামাত সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলিতেছিল।

(ক্রমশঃ)

সত্যের স্বীকৃতি

আবু তবশির সেলবর্ষী

(এক)

আহ্‌মদীর পাঠকগণ অবগত আছেন যে, গত দুই বৎসরের মধ্যে আমরা খ্রীষ্ট ধর্মের বিভিন্ন বিশ্বাস যথা, ত্রিত্ববাদ, প্রায়শ্চিত্ত, পৌল এবং যীশুর শিক্ষার মধ্যকার পার্থক্য প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশ এবং আহ্‌মদী পত্রিকায় বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি। এই সকল পুস্তক, পুস্তিকা এবং প্রবন্ধ এই প্রদেশের খ্রীষ্টান প্রচারকদের মধ্যে এক মহা আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের প্রকাশিত 'যীশু কি ঈশ্বর?'—নামক পুস্তিকা প্রকাশের ফলে 'বেঙ্গলী খ্রীষ্টিয়ান ট্রাক্টক্লাব' ইদানিং একখানা প্রচার পত্র 'ঈশ্বর এক' এই নামে প্রকাশ করিয়াছে। ইহাতে বাইবেলের নূতন এবং পুরাতন নিয়ম হইতে বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়া ঈশ্বর এক এই কথা প্রমাণ করা হইয়াছে। ইহাতে যীশুকে ঈশ্বর বা ঈশ্বর পুত্র হিসাবে নহে বরং একজন মধ্যস্থ হিসাবে দেখান হইয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালা খ্রীষ্টান ভ্রাতৃবৃন্দকে প্রকৃত তৌহিদ বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে সাহায্য করুন। আমিন!

(দুই)

ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪ ইংরাজী সংখ্যা আহ্‌মদীতে 'ইস্রায়লীয় ভাববাদী যীশু' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে বাইবেলের নূতন নিয়ম হইতে দেখান হইয়াছিল যে, যীশু কেবল ইস্রায়েলের হারান মেষের সন্ধান করিতে আসিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি শুধু ইস্রায়েল জাতির জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি ব্যবস্থা বা ভাববাদী গ্রন্থকে লুপ্ত করিতে নহে বরং পূর্ণ করিতে আগমন করিয়াছিলেন, তিনি স্পষ্ট এবং কঠোর ভাষায় শিষ্যদিগকে পরজাতির নিকট প্রচার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু যীশুর অবর্তমানে পৌল নামক ব্যক্তি পরজাতির নিকট প্রচার আরম্ভ করেন এবং পরজাতীয় লোকদিগকে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করেন।

হালে এই প্রবন্ধের উত্তরে ময়মনসিংহ ব্যাপটিষ্ট মিশন হইতে 'খ্রীষ্ট বিশ্ব নবী' নামে একখানা পুস্তিকা প্রকাশ করা হইয়াছে। এই পুস্তিকার লিখকদ্বয় সর্বপ্রথম এবং প্রধান যে যুক্তিটি তাহাদের বিশ্বাসের স্বপক্ষে পেশ করিয়াছেন তাহা হইল এই যে, পৃথিবীর নিরানব্বই কোটি লোক খ্রীষ্টান; অতএব, এত অধিক সংখ্যক লোক নাকি কখনও ভ্রান্ত হইতে পারে না। আমরা বুঝিতে পারি না যে, অধিক সংখ্যক লোক কোন মতবাদে বিশ্বাসী হইলেই সেই মতবাদ বা ধর্ম বিশ্বাস কি করিয়া সত্য হইতে পারে। কেন না যুগে যুগে আগত প্রত্যেক নবীর সময়েই বিরুদ্ধবাদী এবং অবিশ্বাসীদের সংখ্যা বিশ্বাসীদের চাইতে বহু গুণে বেশী ছিল। যীশুর সময়েও মনোনীতদের সংখ্যা হইতে যীশুকে অস্বীকারকারীদের সংখ্যা বেশী ছিল। বর্তমান যুগেও যে কোন ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা হইতে নাস্তিকদের সংখ্যা অধিক হইবে। তাই বলিয়া কি নাস্তিকগণ সত্য পথে আছে এই কথা বিশ্বাস করিতে হইবে?

ইহার পর পুরাতন নিয়ম হইতে কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে। অথচ এই সকল উদ্ধৃতির সঙ্গে যীশুর কোন সম্পর্ক নাই। বাইবেলে ইহুদী বা ইস্রায়েলজাতি ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোন জাতির কাছে ভাববাদী বা নবী প্রেরিত হইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ নাই। ইসলাম যেমন ঘোষণা করে যে, পৃথিবীর সকল জাতিতে এবং বিভিন্ন ভাষায় নবীর আগমন হইয়াছে, ইহুদী বা খ্রীষ্টানগণ সেইরূপ বিশ্বাস পোষণ করে না। তাহাদের মতে সকল ভাববাদীর আগমন কেবল ইহুদী জাতির মধ্যেই হইয়াছে।

পুস্তিকাটির ৫—১০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত নূতন নিয়ম হইতে উদ্ধৃতি দিয়া আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে যীশু যে সকল জাতির জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন এমন কোন দলীলই পেশ করা সম্ভব হয় নাই। ইহার পর লেখকদ্বয় নিজেদের ধারণাতে খ্রীষ্টধর্মকে দুইটি যুগে ভাগ করিয়া লিখিয়াছেন যে, প্রথম যুগে প্রচার কার্য ইহুদীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু খ্রীষ্টের মৃত্যুর পর হইতে যখন শেষ বা দ্বিতীয় যুগ আরম্ভ হইল তখন হইতে প্রচার কার্য পরজাতির মধ্যেও প্রসার লাভ করিল। ইহার পর নূতন নিয়ম হইতে কয়েকটি পদ পেশ করিয়া "সকলকে, যে কেহ, মর্তমাত্র, অনেকের" প্রভৃতি শব্দের নীচে দাগ কাটিয়া বলা হইয়াছে যে, এই সকল বাক্য দ্বারা নাকি যীশু যে সকল লোকের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহা বুঝা যায়। অতঃপর, যোহন ১০ : ১৫, ১৬ পদে যীশুর বাক্য, "আমার আরও মেষ আছে, সে সকল এ খোঁয়াড়ের নয়।" উদ্ধৃত করিয়া যীশুকে বিশ্বনবী প্রমাণ করার চেষ্টা করা হইয়াছে। অথচ বাইবেল পাঠক অবগত আছেন যে, এই বাক্য দ্বারা যীশু জেরুজালেমের বাহিরে অবস্থিত ইস্রায়েলের অন্যান্য গোত্রগুলিকে বুঝাইয়াছেন। মথি, ২৮ : ১৯ পদে যীশুর বাণী "সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর।" উদ্ধৃত করিয়া যীশুকে বিশ্বনবী প্রমাণ করার চেষ্টা করা হইয়াছে। অথচ এইখানে, 'সমুদয় জাতি' বলিতে ইস্রায়েলের দ্বাদশ গোত্রকে অর্থাৎ ইস্রায়েল জাতিকে বুঝাইয়াছে। কেননা যীশুর স্পষ্ট বাক্য, "ইস্রায়েল কুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই।" (মথি ১৫ : ২২—২৬ দ্রঃ)। এবং শিষ্যদিগকে যীশুর উপদেশ, "তোমরা পরজাতিগণের পথে যাইও না, এবং শমরীয়দের কোন নগরে প্রবেশ করিওনা; বরং ইস্রায়েল কুলের হারাণ মেষগণের কাছে যাও।" (মথি, ১০:৬)—প্রভৃতির বিরুদ্ধে কোন মনগড়া অর্থ গ্রহণীয় হইতে পারে না। যাহারা যীশুর স্পষ্ট বাক্যের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং

পৌলের শিক্ষাকে যীশুর শিক্ষার উপর প্রাধান্য দেয় তাহারা নিঃসন্দেহে নূতন নিয়ম অনুযায়ী খ্রীষ্টের অরি (Anti Christ)। সকল শেষে আমরা লেখকদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করি যে, তাহারা এই পুস্তিকার নাম 'খ্রীষ্ট বিশ্বনবী' রাখিলেন কেন? তাঁহারাতো খ্রীষ্টকে বিশ্বনবী নয় বরং খোদার পুত্র খোদা বলিয়া মান্য করেন? ইহা কি মুসলমানদের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া পৌলের ধর্ম প্রচারের পদ্ধতি নহে?

(তিন)

১৯৬৫ ইং মার্চ সংখ্যা 'নবযুগ' পত্রিকায় জনৈক খ্রীষ্টিয়ান "খ্রীষ্ট কি শীঘ্রই আসিতেছেন?" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইহাতে মথি, ২৪ অধ্যায় হইতে "স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্প হইবে, জাতির বিপক্ষে জাতি রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠিবে।" প্রভৃতি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে যে, যীশুর আগমনকাল অতি সন্নিকট, কেন না নূতন নিয়মের সমুদয় ভাববাণীই এই যুগে পূর্ণ হইয়াছে।

* * * * *

আমরা খ্রীষ্টান ভ্রাতাগণকে সংবাদ দিতেছি যে, প্রতিশ্রুত মসিহের আগমন যথা সময়েই হইয়া গিয়াছে। এই সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিতে হইলে আমাদের প্রকাশিত 'সুসমাচার' পুস্তক পাঠ করুন, অথবা নিকটবর্তী আহ্‌মদীয়া জামাতে খোজ নিন। "..... ঐ সকল ঘটনা দেখিলেই জানিবে, তিনি সন্নিকট, এমন কি দ্বারে উপস্থিত।" (মথি, ২৪ : ৩৩)।

আহ্‌মদী জগৎ

আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর কোণায় কোণায় পৌছাইব।

—[ইলহাম,—হযরত মসিহে মাউদ (আঃ)]

সংগ্রহ :—এ. টি. চৌধুরী

(১) ইউগাণ্ডার মিশনারী ইনচার্জ মোকাররম আবদুল করীম শর্মা জানাইতেছেন যে, লুগাণ্ডা ভাষায় প্রকাশিত পবিত্র কোরআনের অনুবাদ সর্বত্র সমাদৃত হইয়াছে। বিভিন্ন পত্রিকা এবং রেডিওতে ইহার প্রশংসা করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন মহল হইতেও সংবাদ পত্রের মারফতে এই অনুবাদের জন্য ইউগাণ্ডা আহ্‌মদীয়া জামাতকে মোবারাকবাদ জানান হইতেছে। লুগাণ্ডা ভাষায় সর্বপ্রথম কোরআন করীমের প্রথম পাঁচ পারার এই অনুবাদটি প্রকাশ করিতে সর্বমোট ২২ হাজার শিলিং খরচ হইয়াছে।

(২) গাম্বিয়া হইতে মিশনারী ইনচার্জ মোকাররম গোলাম আহ্‌মদ বদউখুলী জানাইতেছেন যে, তিনি এবং স্থানীয় মোবাল্লিগগণ জামাতের বহু প্রচার পুস্তক বিতরণ করিয়াছেন ও মৌখিক তবলিগ করিয়াছেন।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলাম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করা হইয়াছে। ১৮ই ফেব্রুয়ারী গাম্বিয়ার আজাদী দিবস উপলক্ষে গভর্ণর জেনারেলের তরফ হইতে নিমন্ত্রণ পাইয়া তিনি এবং গাম্বিয়ার আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রেসিডেন্ট আলহাজ্জ এফ, এম, সঙ্গাতি স্বাধীনতা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এই উপলক্ষে তবলিগেরও যথেষ্ট সুযোগ লাভ হয়। খোদার ফজলে ৯২ জন লোক সিলসিলায় দাখিল হইয়াছেন। তাহা ছাড়া আরও বহু লোকের বয়েতের সম্ভাবনা রহিয়াছে। গত ৬ই ও ৭ই মের মধ্যবর্তী রাত্রিতে গাম্বিয়ার প্রধানমন্ত্রী খৃষ্টধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম কবুল করিয়াছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত উজিরে আজম একজন জন্মগত মুসলমান ছিলেন; কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি খ্রীষ্টান হইয়া যান। উকিলুত তবশির মোহতরম সাহেবজাদা মির্জা মোবারক আহ্‌মদ সাহেবের আসন্ন গাম্বিয়া সফরের সময় উজিরে আজম তাঁহার সম্মানার্থে এক বিশেষ পার্টি দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

(৩) স্পেন হইতে ভারপ্রাপ্ত মিশনারী মোকাররম করম এলাহী জাফর জানাইতেছেন যে, তিনি স্পেন সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও একজন আর্চবিশপকে তবলিগ করিয়াছেন ও 'ইসলামী উসুলকি ফিলসফী' পুস্তক উপহার দিয়াছেন। ইটালীর প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রীকেও প্রচার পুস্তক উপহার দেওয়া হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জনসনকে ডাকযোগে হযরত খলিফাতুল মসিহ্‌ সানীর (আইঃ) 'কমিউনিজম এণ্ড ডেমক্রেসী' পুস্তক দেওয়া হইয়াছে। গত ঈদের জামাতে স্পেনের নওমুসলীম ভ্রাতৃবৃন্দ এবং মরক্কোর মুসলমানগণ যোগদান করেন। জনৈক আমেরিকান নওমুসলিম সপরিবারে মিশন হাউসে আগমন করেন। প্রতি রবিবার ও অন্যান্য বন্ধের দিনে মিশন হাউসে তবলিগী ও তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, ইহাতে অমুসলমানগণও যোগদান করিয়া থাকেন। জনৈক নও-মুসলীম মিঃ জাফর-উল্লার স্ত্রীও খোদার ফজলে ইসলাম কবুল করিয়াছেন।

(৪) গত নিখিলবিশ্ব আহ্‌মদীয়া সম্মেলনে আহ্‌মদী মহিলাদের চাঁদায় ডেনমার্কে একটি মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ফলে উক্ত জলসায় উপস্থিত আহ্‌মদী মহিলাগণ এক লক্ষ বিশ হাজার টাকার ওয়াদা করেন এবং সর্বমোট দুই লক্ষ টাকা এক বৎসরকাল মধ্যে আদায়ের সংকল্প গ্রহণ করেন। খোদার ফজলে পাঁচ মাসের মধ্যে ওয়াদানুযায়ী এক লক্ষ এক হাজার টাকা নগদ আদায় হইয়া গিয়াছে। উল্লেখযোগ্য যে, বহু ধর্মপ্রাণ মহিলা নিজেদের মূল্যবান অলংকারও মসজিদ ফাণ্ডে দান করিয়াছেন। ইতিপূর্বে ইউরোপের লণ্ডন ও হেগ শহরের মসজিদ দুইটিও শুধু আহ্‌মদী মহিলাদের চাঁদায় নির্মাণ করা হয়।

(৫) রাবওয়ার এক খবরে প্রকাশ, উকিলুত তবশির সাহেবজাদা মির্যা মোবারক আহ্‌মদ সাহেব আফ্রিকা ও ইউরোপ সফরের পর নিরাপদে রাবওয়াতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে স্কেণ্ডেনেভীয়ার প্রাক্তন মোবাল্লিগ মোকাররম মীর মসউদ আহ্‌মদ এম. এ. সাহেবও আসিয়াছেন। মোহতরম সাহেবজাদা সাহেব নাইজেরীয়া, ঘানা, আইভরী কোষ্ট, সিয়েরালিওন, গাম্বীয়া, পর্তুগাল, স্পেন, ইংলণ্ড, ডেনমার্ক, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড এবং তুরস্ক সফর করেন।

(৬) তানজানিয়ার মোবাল্লিগ মোকাররম জমিলুর রহমান রফিক সাহেব তিন বৎসরকাল তবলিগ কার্য

পরিচালনার পর জামাতের কেন্দ্র রাবওয়াতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

(৭) জেদ্দা হইতে মোকাররম হানিফ কমর আলভী জানাইতেছেন যে, তিনি মক্কায় পবিত্র হজ্জ সম্পাদনের পর মদিনা জিয়ারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়াছেন। হজ্জের সময় প্রায় চব্বিশজন বিভিন্ন দেশীয় আহ্‌মদীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে।

(৮) সিঙ্গাপুর হইতে মিশনারী ইনচার্জ মোকার্‌রম মোহাম্মদ সিদ্দীক সাহেব জানাইতেছেন যে, খোদার ফজলে সিঙ্গাপুরে ব্যাপকভাবে তবলিগের কাজ পরিচালিত হইতেছে। ইসলাম সম্বন্ধে বিভিন্ন পুস্তক এবং কোরআন করীমের অনুবাদ লাইব্রেরীগুলিতে এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দান করা হইয়াছে। খ্রীষ্টানদের এবং শিখদের পক্ষ হইতে ইসলামের উপর যে সকল আপত্তিকর ও জঘন্য মন্তব্য এবং প্রচার পত্র প্রকাশ করা হইয়াছিল সেইগুলির উপযুক্ত উত্তর যথা সময়ে দেওয়া হইয়াছে। খ্রীষ্টান পাদ্রীদের সঙ্গে ধর্মীয় বিষয় নিয়া বহছ হইয়াছে, যাহার ফলে পাদ্রীগণ আমাদের মিশনারীর সঙ্গে পুনরায় ধর্ম নিয়া আলাপ আলোচনা করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের তরফ হইতে আমন্ত্রন পাইয়া আমাদের মিশনারী সেখানে গমন করেন এবং ইসলামের উপর এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন সিঙ্গাপুরের প্রধান মন্ত্রী। মিশনারী সাহেব রাজ্যের গভর্ণরের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন এবং কোরআন করীমের অনুবাদ উপহার দেন। ইহা ছাড়া বহু আমেরিকান, অষ্ট্রেলিয়ান, নিউজিল্যাণ্ড-বাসী, ভারতীয়, চীনা এবং মালয়ীকে তবলিগ করা হইয়াছে। সিঙ্গাপুর ইউনিভারসিটির চেন্সেলার, ভারত এবং আমেরিকার রাষ্ট্রদূত এবং আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গেও সাক্ষাৎ করিয়া ধর্ম বিষয়ে আলাপ আলোচনা করা হইয়াছে। জামাতের প্রেসিডেণ্ট (যুবরাজ) উংকু ইসমাইল সাহেবের নির্দেশে নিয়মিত-ভাবে মিশন হাউসে তরবীয়তী সভা অনুষ্ঠিত হইতেছে।

★

তিনি (আল্লাহ্) বলিলেন: এই পৃথিবীতেই তোমরা জীবন যাপন করিবে এবং এই পৃথিবীতেই তোমরা মৃত্যু বরণ করিবে এবং এই পৃথিবী হইতেই তোমাদিগকে বহির্গত করা হইবে।

—সুরা আ'রাফ; ২য় রুকু।

'Al-Bushra'

Illustrated Quarterly Journal in Arabic.

Published by:

Al-Jamia Ahmadiyya, Rabwah,
West Pakistan.

ARTICLES CONTRIBUTED BY
EMINENT WRITERS OF THE ARAB WORLD

Annual Subscription:
Pakistan Rs. 5 00
Other Countries Sh 10/-
—Post Free—

The East African Times

AN ENGLISH LANGUAGE MAGAZINE

Published fortnightly in

KENYA

on

CULTURAL, SOCIAL, RELIGIOUS, EDUCATIONAL POLITICAL AND CONTEMPORARY AFFAIRS OF KENYA and E. AFRICA.

Annual Subscription Sh. 10/-

Write to

P. O. Box 554
NAIROBI, KENYA

খ্রীষ্টানদিগের নিকট প্রচার করিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের চারি প্রশ্নের উত্তর :	লিখক—	হযরত গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)
২।	খ্রীষ্টান ভাইদের উদ্দেশ্যে নিবেদন :	,,	মৌলবী মোহাম্মদ বি. এ.
৩।	মৌজুদা ইছাইয়ত কা তারেফ (উর্দ্দু)	,,	মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী
৪।	Jesus live up to the old age of 120	,,	মৌলানা জালালউদ্দীন শামছ্‌
৫।	সুসমাচার	,,	আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
৬।	যীশু কি ঈশ্বর ?		,,
৭।	ভূস্বর্গে যীশু		,,
৮।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)		,,

প্রাপ্তিস্থান :
এ. টি. চৌধুরী
২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

For
COMPARATIVE STUDY
OF
WORLD RELIGIONS
Best Monthly
THE REVIEW OF RELIGIONS
Published from
RABWAH (West Pakistan)

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah. at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.